দ্য ভয়েস অব

ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

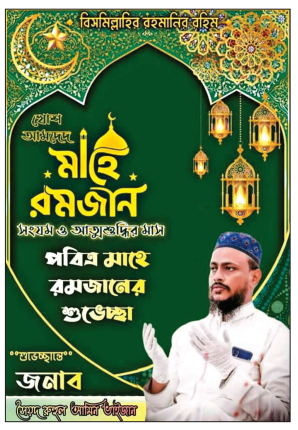

Vol:8 Issue:18 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১ রমযান ১৪৪৪ হিজরি ২৪ মার্চ ২০২৩ ৯ চৈত্র ১৪২৯ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

এক ঝলকে

অর্থসঙ্কট দূর করতে মরিয়া

আর্থিক সঙ্কটে জেরবার পাকিস্তান। এই পরিস্থিতি সামলাতে পশ্চিমি দেশগুলির সাহায্য পেতে মরিয়া ইসলামাবাদ। অর্থকষ্ট দূর করতে এবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে নিজেদের যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল শাহবাজ সরকার। যুদ্ধের ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষার নানা সরঞ্জাম ইউক্রেনে পাঠাবে পাকিস্তান। এর বিনিময়ে আর্থিক সঙ্কটে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানকে সাহায্য করবে পশ্চিমি দেশগুলি। ইউক্রেনে ৪৪টি ৮০ইউডি মেন ব্যাটল ট্যাঙ্ক (এমবিটি) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

৫০ বছর পর চাঁদের মাটিতে

আর্টেমিস মিশনে চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে নাসা। এবারই কিন্তু প্রথম নয়। এর আগেও অ্যাপোলো মিশনেও চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল নাসা। সেটাই ছিল চাঁদের মাটিতে প্রথম ও শেষ কোনো মানব অভিযান। আর্টেমিস মিশনে পাড়ি দেওয়ার আগে কীভাবে চাঁদে পা রেখেছিল মানুষ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরল নাসা। ২০২২-এ নাসা আর্টেমিস ওয়ান মিশনে চাঁদে পাঠিয়েছিল মহাকাশযান ওরিয়নকে। চাঁদের মাটিতে রেকর্ড গড়ে ওরিয়ন ফিরে আসার পর নাসা আর্টেমিস টু মিশন শুরুর পরিকল্পনা করেছে।

বিস্তারিত ৪-এর পাতায়

‘মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও!’

খোদ রাজধানী দিল্লির বুকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে পোস্টার। পোস্টারে লেখা, ‘মোদী হঠাও, দেশ বাঁচাও।’ দিল্লির বুকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন পোস্টার পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাও আবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই পোস্টার লাগানো হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই সক্রিয় হয়েছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যেই একশোটি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। পোস্টার লাগানোর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

মঙ্গলের আকাশে উড়ছে হেলিকপ্টার

মঙ্গল গ্রহে হেলিকপ্টার উড়িয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে নাসা। এইভাবে ৪৮তম ফ্লাইট উড়িয়ে ইমেজিং সায়েন্স টার্গেটগুলিকে রিপজিশন করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এই সংক্রান্ত অপারেশন আগের থেকে অনেকটাই বাড়িয়েছে সম্প্রতি। এখানে উল্লেখ্য, মঙ্গলে মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ায় হেলিকপ্টার ওড়ানো চ্যালেঞ্জিং। ২০২১-এর ১৯ এপ্রিল মঙ্গল গ্রহে প্রথম হেলিকপ্টার ওড়াতে সফল হয়েছিল নাসা। সেদিন মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে বাতাস হঠাৎ এলোমেলো বইতে শুরু করেছিল।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

‘এবার রাঘব বোয়ালদের পালা’

মমতা-অভিষেককে কটাক্ষ ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতামন্ত্রীর একের পর এক কেলেঙ্কারি সামনে আসছে। উদ্ধার হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। হদিশ পাওয়া যাচ্ছে একাধিক বেআইনি সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের। এই আবহেই এবার গোটা তৃণমূল দলটাকেই ‘দুর্নীতির আঁতুড়ঘর’ বলে তীব্র কটাক্ষ করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া বিভিন্ন দফতরের প্রার্থীরা। এইসব চাকরিহারাদের দাবি, শুধু তাঁদের বিরুদ্ধে নয়, পাশাপাশি তদন্ত হোক স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্যদ, জেলা স্কুল পরিদর্শকের বিরুদ্ধেও। কারণ, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশপত্র, মধ্যশিক্ষা পর্যদের নিয়োগপত্র এবং জেলা স্কুল পরিদর্শকের অনুমোদন নিয়ে তাঁরা কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

> তৃণমূল কংগ্রেস দলটার মধ্যে আর কিছু নেই। দেউলিয়া হয়ে গেছে তারা। এখন যা আছে সবটাই ফাঁপা। তাছাড়া মুসলিমরাও ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এই দলটির দিক থেকে।
> —সৈয়দ রুহুল আমিন
> সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
> অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন

স্কুল থেকে শুরু করে একাধিক পুরসভা—কোথায় হয়নি দুর্নীতি? আর এই নিয়োগ দুর্নীতির ভরকেন্দ্র হচ্ছে হুগলি জেলা। সেখানকার যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ধরা পড়েছেন ইডির জালে। এবার জড়িয়ে গেল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের নামও। তার সঙ্গে উঠে আসছে তাঁদের একাধিক বান্ধবীদের নাম। ওদিকে আপ্ত সহায়ক ও বডিগার্ডের সঙ্গে একই জেলে ঠাঁই হয়েছে শসকদলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের। সবমিলিয়ে একরকম নাস্তানাবুদ অবস্থা রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল নেত্রীর। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার আক্রমণ করলেন আইমা সুপ্রিমো রুহুল আমিন সাহেব। তাঁর মন্তব্য, ‘‘চতুর্দিক থেকে দুর্নীতিতে জড়িত এই তৃণমূল কংগ্রেসের নৈতিকভাবে ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ গোটা মন্ত্রিসভার।’’

এর পর তিনের পাতায়

যোগীকে হুঙ্কার আইমা সুপ্রিমোর

আধুনিকীকরণের নামে মাদ্রাসা-ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করার পরিকল্পনা আগেই করে ফেলেছে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলো। সেই অনুযায়ী একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তারা। বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে ‘সন্ত্রাসবাদের আখড়া’ হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে দেশের মানুষের সামনে। এইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বীজ পুঁতে দেওয়া হচ্ছে অমুসলিম তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। সম্প্রতি এমনই অভিযোগ করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন (আইমা)-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। তার সপক্ষে প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন তিনি।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা ‘হিন্দুত্বের পোস্টারবয়’ হিসাবে পরিচিত যোগী আদিত্যনাথ। তালিকায় একই সারিতে অবস্থান করছে অসম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং উত্তরাখণ্ডের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলো। মনে করেন আইমার সুপ্রিমো।

হঠাৎ কেন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ধংসের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নতুন করে সুর চড়ালেন আইমার কর্ণধার, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোর আয়ের উৎস খোঁজার জন্য তদন্ত করা হবে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগী রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী ধরমপাল সিং সম্প্রতি মন্তব্য করেন, ‘‘রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছু মাদ্রাসার আর্থিক উৎস সন্দেহজনক। ওই মাদ্রাসাগুলি সরকারের নিয়ম মেনে না চললে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে মাদ্রাসাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে।’’

ধরমপালের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই গর্জে উঠেছেন আইমা সুপ্রিমো। তিনি বলেছেন, ‘‘ভারতবর্ষের কোনও মাদ্রাসাতেই আজ পর্যন্ত বেআইনি কোনও কার্যকলাপ ধরা পড়েনি। তাছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দানের টাকাতেই

> *‘‘ভারতবর্ষের কোনও মাদ্রাসাতেই আজ পর্যন্ত বেআইনি কোনও কার্যকলাপ ধরা পড়েনি। তাছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দানের টাকাতেই দেশে হাজার হাজার মাদ্রাসা টিকে আছে। সেইসব মাদ্রাসাগুলোর আয়ের উৎস সন্দেহজনক হলে এতদিন কি সরকার ঘুমাচ্ছিল? আসলে সেসব কিছু না। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেবার এটা একটা বাহানা।’’*
> —সৈয়দ রুহুল আমিন
> সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
> অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন

দেশে হাজার হাজার মাদ্রাসা টিকে আছে। সেইসব মাদ্রাসাগুলোর আয়ের উৎস সন্দেহজনক হলে এতদিন কি সরকার ঘুমাচ্ছিল? আসলে সেসব কিছু না। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেবার এটা একটা বাহানা।’’ যদিও গত বছরের অক্টোবর মাস নাগাদ সরকারের মর্জিমাফিক না চলার জন্য উত্তরপ্রদেশে ৩০৭টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসার সিলেবাস বদল করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যোগী সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন যোগীর মন্ত্রী ধরমপাল সিং।

এর পর দুয়ের পাতায়

মাহে রমজান...

সৌদি আরবে বুধবার চাঁদ দেখার প্রস্তুতি। চাঁদের দেখা মিলতেই রমজানের রোজার খুশিতে মেতে উঠেছে বিশ্ব। সৌদিতে বুধবার চাঁদের দেখা মেলায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু রমজান। ভারতে রমজানের রোজা শুরু আজ থেকে।

কংগ্রেস ফের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে তৃণমূলের

পঞ্চায়েতের আগে শুরু কাউন্টডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১-এর নির্বাচনে নিজেদের গড়ে ধরাশায়ী হয়েছিল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদের মাটিতে একটি আসনও তারা জিততে পারেনি। মূল লড়াই পর্যবসিত হয়েছিল তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সাগরদিঘি উপনির্বাচন জিতে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস ফের ঘুরে দাঁড়াতে তৈরি। তারা ঘুরে দাঁড়াচ্ছেও। শুধু সাগরদিঘি নির্বাচনে জয়লাভই নয়, উপনির্বাচনে জেতার পরই কংগ্রেসে যোগদানের ঢল নেমেছে। সম্প্রতি খড়গ্রামে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নেতৃত্বে কয়েক হাজার নেতা-কর্মী তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে আসেন। কংগ্রেসের পালে তাঁরাই হাওয়া তুলে দেন ফের।

সাগরদিঘি নির্বাচনে হেরে ব্যাকফুটে চলে যাওয়া তৃণমূল এই অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। মমমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে দুবার বৈঠক করেছেন। আবার তিনি মুর্শিদাবাদ যাবেন বলে জানিয়েছেন জেলা নেতৃত্বকে। মুর্শিদাবাদ জেলা বহু লড়াইয়ের পর হাতে নিয়ে এলেও যে তা আবার তৃণমূলের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে সেই সম্ভাবনা প্রবল। কংগ্রেস ফের মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় সতর্ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঘুরে দাঁড়ানোর টোটকা দিয়েছেন আসন্ন পঞ্চায়েতের আগে। সাফ জানিয়েছেন একটা নির্বাচনেই সব শেষ হয়ে যায় না। উপনির্বাচনে হারলেও ঘুরে দাঁড়াতে হবে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে। সে জন্য কী করণীয় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন জেলা নেতৃত্বকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার দলের ১৯ জন বিধায়ক ও দুই সাংসদকে নিয়ে দলীয় অফিসে টেলিফোনিক বৈঠকে বলেন, সাগরদিঘির বিধানসভা উপনির্বাচনের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী ভোটে তা কাজে লাগাতে হবে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলরে ভাঙন রোখা আর সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখার বার্তা দেন তিনি। মমতার বার্তায় উৎসাহিত তৃণমূল পাল্টা যোগদান সভা করে অধীর চৌধুরীকে জবাব দিতে পরিকল্পনা করে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা বিধানসভার এক নম্বর ব্লকের কুঠিরামপুর অঞ্চলের গোবরাতে তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে যোগদান সভায় মাত্র আড়াইশো মানুষ যোগদান করেন। খড়গ্রামে সভা করলেও যোগদান কর্মসূচি বাতিল করতে হয়।

এর পর দুয়ের পাতায়

তৃতীয় ফ্রন্টের উদ্যোগ কেজরিওয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি বাংলায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে যান সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। সেখানে কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে সমদূরত্ব রেখে চলার প্রস্তাব নেওয়া হয়। এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অ-বিজেপি সাত মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন। তাঁর এই চিঠিও তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার এক চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি অরবিন্দ কেজরিওয়াল দেশের সাত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর এই পরিকল্পনার নেপথ্যে ২০২৪-এর আগে বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার অভীপ্সা রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। চিঠিতে তিনি আহ্বান জানিয়েছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরালার পিনারাই বিজয়ন, তামিলনাড়ুর এম কে স্ট্যালিন এবং অন্যান্যদের। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ দেশে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার একটা উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এই কর্মকাণ্ডে একটি বিশেষ ভূমিকা নিতে চাইছেন। কংগ্রেসকে বাদ রেখেই এই

বিজেপি-বিরোধী জোট গঠনের প্রয়াস শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। এই প্রয়াসে শুধু অরবিন্দ কেজরিওয়াল নন, রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর-সহ অনেকেই শামিল। তাঁরা সবাই বিরোধী ঐক্য বাড়াতে চেয়েছিলেন এবং অ-বিজেপি ও অ-কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীদের একটি ফোরাম গঠন করতে চেয়েছিলেন। ২০২৪-কে টার্গেট করেই এই উদ্যোগ তাঁদের, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কেন্দ্রের প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। এখন তিনি সাতজন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে ১৮ মার্চ দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাধারণভাবে এই বৈঠক প্রগতিশীল মুখ্যমন্ত্রীদের দল গঠন করার চেষ্টা বলে মনে হলেও এর নেপথ্যে আরও বড় কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরালার পিনারাই বিজয়ন, তামিলনাড়ুর এম কে স্ট্যালিন, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও ছিলেন আমন্ত্রিতদের তালিকায়। কিন্তু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে তিনি যোগ দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

সম্প্রতি কে চন্দ্রশেখর রাও বা কেসিআরই প্রথম অ-বিজেপি, অ-কংগ্রেস জোটের জন্য চাপ দিয়ে ভারত পরিভ্রমণ করে তাঁর প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন। তিনি এখন তাঁর দলকে অন্য রাজ্যে বিস্তারলাভে মনোনিবেশ করছেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপির চাপ বাড়ালেন প্রদ্যোৎকিশোর

কংগ্রেস-সিপিএমকে সমর্থন টিপ্রার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিপুরায় জিতেও স্বস্তিতে নেই বিজেপি। মাত্র ৩৩টি আসন জিতে ক্ষমতায় আসায় কুর্সি হারানোর আতঙ্ক তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে প্রথম দিন থেকে। তাই যে কোনও মূল্য টিপ্রামোথার সঙ্গে জোট করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু টিপ্রা সুপ্রিমো প্রদ্যেৎ কিশোর দেববর্মা বাম-কংগ্রেসকে সমর্থ করে বিজেপির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন।

জনজাতি মহলে জোটসঙ্গী আইপিএফটির খারাপ অবস্থা থাকায় বিজেপি প্রথম থেকে টিপ্রামোথাকে জোটে টানতে চেয়েছিল। ভোটের আগে থেকে দফায় দফায় বৈঠকের করেও তারা ব্যর্থ। এমনকী ফল প্রকাশেরও পরও বিজেপি বরফ গলাতে পারেনি প্রদ্যোৎকিশোরের। বিজেপির সঙ্গে জোট সম্ভাবনা ভেস্তে দিয়ে বাম-কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন টিপ্রা সুপ্রিমো। প্রদ্যোৎকিশোর বাম-কংগ্রেসের দিকে ঝোঁকায় নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা বিধানসভায় অধ্যক্ষ নির্বাচন আসন্ন। সেই নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়েছে টিপ্রাও! ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রার্থীকে সমর্থন দিল প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মার টিপ্রামোথা।

ত্রিপুরা বিধানসভায় আসন সংখ্যার অঙ্কে বিজেপির জয় আটকাবে না। ত্রিপুরার অধ্যক্ষ নির্বাচনে বিজেপির জয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু যদি একটু ওদিক-ওদিক হয় তবে বিজেপির জেতা মুশকিল হবে। এই নির্বাচনের ফল যাই হোক, বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হলে আগামীদিনে বিভিন্ন ইস্যুতে চাপে পড়বে শাসক জোট, তা নিশ্চিত। সিপিএম বা বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও টিপ্রামোথা— এই তিন দল এক হয়ে থাকলে বিভিন্ন ইস্যুতে চাপ বাড়বে বিজেপির। টিপ্রামোথা সুপ্রিমো প্রদোৎকিশোর দেববর্মা রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে সরব প্রথম থেকেই। তিনি ইতিমধ্যেই সরকার পক্ষকে তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে একটা চাপ দিয়ে রেখেছেনই। এবার বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দ্বিতীয় চাপ দিলেন তিনি। বিজেপি ত্রিপুরায় এবার মাথায় মাথায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তাই প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মার টিপ্রামোথাকে নিয়ে দল ভারী করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু বিজেপির সব চেষ্টা বিফল করে অধ্যক্ষ নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসকে সমর্থন করলেন প্রদ্যোৎকিশোর। ফলে নতুন সমীকরণ দেখা গেল ত্রিপুরা বিধানসভায়। বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও টিপ্রামোথা মিলিত হয়েছে এবার।

বিজেপি জোট যেহেতু এবার ৬০ আসনের ত্রিপুরা বিধানসভায় মাত্র ৩৩ আসন পেয়েছে আর ২৭ আসন রয়েছে বিরোধীদের দখলে, ফলে কাঁটে কা টক্কর লেগেই থাকবে। সেই আঙ্গিকেই বিরোধীরা এক হয়ে অধ্যক্ষ পদে প্রার্থী দিয়েছে। বাম-কংগ্রেস ও টিপ্রামোথা মিলিতভাবে অধ্যক্ষের নাম মনোনীত করেছে। কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে অধ্যক্ষ পদে। পেশায় আইনজীবী গোপাল রায়। তাঁর নাম অধ্যক্ষ পদে ঘোষণা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তিনি বলেন, সিপিএম ছাড়াও টিপ্রামোথাও কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন।

শিক্ষার প্রসারে একুশতম বছরে পথ হাঁটছে

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান,
বোর্ড অফ্ ট্রাস্ট্রীজ

সেখ নুরুল হক
(আই.এ.এস)
চেয়ারম্যান, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব ড. সেখ আবদুল মুজিদ

রেজিস্টার্ড অফিস : হাল্যান ❑ বাগনান ❑ হাওড়া - ৭১১৩১২

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়
২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ (বিজ্ঞান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী

- ফর্ম দেওয়া শুরু : ১৯ মার্চ ২০২৩।
- ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৭ এপ্রিল, ২০২৩।
- বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষার দিন ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষায় বসা যাবে।
- ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সফল ছাত্রদের ফোনে জানানো হবে : ১১ এপ্রিল ২০২৩, মঙ্গলবার।
- ছাত্র ভর্তির কাউন্সেলিং : ১৩ এপ্রিল ২০২৩, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১টা।

পরীক্ষা কেন্দ্র ও কোড নং

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি ➤ হাল্যান ❖ বাগনান ❖ হাওড়া
ফোন : ৭৫০১ ১২৭ ৯৫২ / ৭৫০১ ৫৫০২২৮ ❍ কোড নং - MAA

প্রবেশিকা পরীক্ষা
৯ এপ্রিল ২০২৩, রবিবার বেলা ১২টায়

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র :

১. মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি — হাল্যান, বাগনান, হাওড়া; ফোন : ৭৫০১ ১২৭ ৯৫২ / ৭৫০১ ৫৫০২২৮
২. নিউ হলিউড টেলার্স — উলুবেড়িয়া কোর্টের নিকট, হাওড়া; ফোন : ৭৯৮০ ২৩৯ ৮০২
৩. বর্ণপরিচয় — ফোন : ৯৯৩৩ ১০৮ ৭৮১; প্রোঃ - আজাহারুল ইসলাম, জঙ্গীপুর, (কলেজ হোস্টেলের কাছে) মুর্শিদাবাদ
৪. সোনালী বুক ডিপো — প্রোঃ আমিরুল ইসলাম। সুজাপুর, মালদা; ফোন নং : ৯৪৭৪ ৩৪৭ ১৭৩
৫. বুক হাউস — ফোন : ৯৭৩২ ০৭২ ২৬৯; প্রোঃ - আবুল কালাম আজাদ, নলহাটি (রাজ মার্কেট), বীরভূম

যোগাযোগ :
সৈঈদুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9002 013 102
সেখ ইমদাদুল করিম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9733 095 821
সেখ সিদ্দিকুর রহমান (টীচার-ইন-চার্জ) মোঃ - 9735 742 094

বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
যোগাযোগ করুন : 7501 127 952

মহঃ ফারুক
সম্পাদক : মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
মোঃ - 9733 944 615

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

সান ফ্রান্সিসকোয় প্রবল বৃষ্টিপাতের পরে একটি বড়ো গাছ উপড়ে পড়েছে গাড়ির উপর।

রকেট হানায় নিহত ইমরানের দলের ৮ জন

বিশেষ প্রতিনিধি: ইসলামাবাদ ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর এক নেতা সহ রকেট হামলায় প্রাণ গেল ৮ জন সদস্য-সমর্থকদের। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের হাভেলিয়াঁতে এই ঘটনা ঘটেছে। ওই জেলার পিটিআই চেয়ারম্যান আতিফ মুনসিফ খান জাদুনের গাড়ি লক্ষ্য করে রকেট ছোড়া হয়। তাতে তিনি ও তাঁর সাত সহযোগী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

পুলিশ জানিয়েছে, দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে, শনাক্ত করা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অভিযুক্তদের এখনও খোঁজ মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সশস্ত্র কয়েকজন লোক এসে এই হামলা চালিয়েছে। পুলিশের অনুমান, এতে রাজনৈতিক যোগ নাও থাকতে পারে। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শত্রুতার জেরেও এ রকম করা হয়ে থাকতে পারে। অন্য দিকে, ইমরানের ভাইপো হাসান নিয়াজি-সহ শ'খানেক লোককে এ দিন ইসলামাবাদ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারা কোর্টের বাইরে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশকে আক্রমণ করেছিল।

হাইকমিশনের অফিসে ভারতীয় পতাকা নামানোয় কড়া পদক্ষেপ

খালিস্তানপন্থীদের হুঁশিয়ারি সুনকের

বিশেষ প্রতিনিধি: লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসে খালিস্তানি পতাকা উত্তোলনের কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতে কড়া পদক্ষেপ। নামিয়ে ফেলা হয়েছে খালিস্তানি পতাকা। শোভা পাচ্ছে ভারতের জাতীয় পতাকা। আর এর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে বিজেপি।

ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসে বিশাল জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ছবিটি টুইটারে শেয়ার করেছেন বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র জয়বীর শেরগিল। 'আমাদের ঝান্ডা উড়ছে' বলে একটি ক্যাপসন দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনের অফিসে যাঁরা খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের জন্য ঋষি সুনক সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন শেরগিল।

টুইট বার্তায় মনে করিয়ে দিয়েছেন পঞ্জাব এবা পাঞ্জাবীদের অতীত গৌরবের কথা। বিজেপির পোস্ট করা ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে হাইকমিশনের একজন কর্তা খালিস্তানি পতাকাটি নামিয়ে ভারতের তেরঙ্গা উত্তোলন করতে। ওই কর্তার সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসাও করছেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা। সেইসঙ্গে ফেলেছেন স্বস্তির নিঃশ্বাসও।

এদিকে, লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের অফিসে খালিস্তানি পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কমনওয়েলথ বিষয়ক ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী লর্ড তারিক আহমেদ। এক টুইট বার্তায় এই ঘটনায় তিনি যে শঙ্কিত, তার বার্তা দেন। সেই সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের হাইকমিশনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সুনক সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে এক টুইট বার্তায় জানান।

প্রসঙ্গত, খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংয়ের সমর্থনে রবিবার লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসের সামনে হাজির হন বেশ কয়েকজন সমর্থক। তাঁদের হাতে ছিল খালিস্তানি পতাকা। হাইকমিশনারের অফিসারে সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে তাঁরা। এই সময় নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে একজন বিক্ষোভকারী ভারতীয় পতাকা নামিয়ে খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করেন।

ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় হয় ভাইরাল। উদ্বেগ প্রকাশ করেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা। তীব্র প্রতিবাদ জানায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকও। এরপর নয়াদিল্লির ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ক্রিস্টিয়ানা স্কটকে তলব করা হয়।

কী করে নিরাপত্তায় বলয় টপকে খালিস্তানি সমর্থকরা কমিশনের চত্বরকে ঢুকে পড়ল, বিদেশমন্ত্রকের তরফে জবাবদিহি দাবি করে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার গাফিলতির জন্য নিশানা করা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে। মোদীকে নিয়ে বিবিসি-র তথ্যচিত্রকে ঘিরে কয়েকদিন আগে চাপানউতোর চলে দুই দেশের মধ্যে। এরপরেই ভারতে বিবিসি-র অফিসে আয়কর বিভাগের অভিযানকে ঘিরে পরিস্থিতি ঘোরাল হয়। সেই ঘটনার রেশ থামতে না থামতে নিরাপত্তা বলয় ডিঙিয়ে ভারতীয় হাইকমিশারের অফিসে খালিস্তানি পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় নতুন করে বিতর্ক ডানা বাধল বলে মনে করা হচ্ছে।

মস্কোয় পা রাখলেন জিনপিং নিষ্পত্তি আসবে ইউক্রেন যুদ্ধের ?

বিশেষ প্রতিনিধি: রাশিয়া পৌঁছে গেলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সোমবার ভারতীয় সময় দুপুর তিনে নাগাদ মস্কোর ভনুকোভো বিমানবন্দরের রানওয়ে ছোঁয় জিনপিং-এর ব্যক্তিগত বিমান। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে 'বন্ধুত্ব সফরে' রাশিয়ায় আসলেন জিনপিং। জিনপিংয়ের এই রাশিয়া সফরের দিকে বর্তমানে গোটা পৃথিবীর চোখ রয়েছে। তিনদিনের সফরে দুই রাষ্ট্রনেতা দুই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানানো হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের একটা নিষ্পত্তি আশা করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। যদিও মস্কো রওনা হওয়ার আগে, শি-এর মুখে শুধুই পুতিনের প্রশংসা শোনা গিয়েছে, ইউক্রেন সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি তিনি। জানা গিয়েছে, সোমবার শি জিনপং-এর সঙ্গে ভ্লাদিমির পুতিনের একান্ত বৈঠক হবে। মঙ্গলবার হবে আরও বিস্তৃত আলোচনা।

জিনপিং মস্কো এসে পৌঁছনোর আগেই শি জিংপিং এবং ভ্লাদিমির পুতিন তাদের দুই দেশের সম্পর্কের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, গত এক দশকে দুই দেশের সম্পর্ক আরও উন্নত হয়েছে। ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, রাশিয়া এবং চিন এখন এক 'সাধারণ হুমকির' মোকাবিলা করছে। বলাই বাহুল্য তিনি আমেরিকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট শির সফর 'এক যুগান্তকারী ঘটনা' বলেছেন পুতিন। এই সফরে 'রাশিয়া-চিন বিশেষ সম্পর্ক' আরও মজবুত হবে। চিনা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে যেখানে পুতিন এই সমস্ত মন্তব্য করেছেন, রাশিয়ার সংবাদমাধ্যমে এই কৃতজ্ঞতা ফিরিয়ে দিয়েছেন শি জিনপিং-এ।

এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত রুশ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার পর, প্রথম কোনও বিদেশি নেতা হিসেবে রাশিয়া সফরে এসেছেন শি জিনপিং। পুতিন জানিয়েছেন, শি জিনপিং-এর সঙ্গে আসন্ন বৈঠকের বিষয়ে তাঁর উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে। জিনপিং-কে তিনি একজন 'পুরনো ভালো বন্ধু' বলেছেন। বলেছেন, শি-এর সঙ্গে 'উষ্ণ সম্পর্ক' রয়েছে তাঁর। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক সার্বিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে তারা সবথেকে কাছাকাছি আছেন বলেও দাবি করেছেন পুতিন। পুতিনের মতে 'রাজনৈতিক আস্থার অভূতপূর্ব স্তরে' আছে চিন ও রাশিয়া। আর দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে।

অর্থসঙ্কট দূর করতে মরিয়া পাকিস্তান ! ইউক্রেনে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে শাহবাজ সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি: আর্থিক সঙ্কটে জেরবার পাকিস্তান। এই পরিস্থিতি সামলাতে পশ্চিমি দেশগুলির সাহায্য পেতে মরিয়া ইসলামাবাদ। অর্থকষ্ট দূর করতে এবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে নিজেদের যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল শাহবাজ সরকার। যুদ্ধের ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষার নানা সরঞ্জাম ইউক্রেনে পাঠাবে পাকিস্তান। এর বিনিময়ে আর্থিক সঙ্কটে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানকে সাহায্য করবে পশ্চিমি দেশগুলি।

ইউক্রেনে ৪৪টি ৮০ইউডি মেন ব্যাটল ট্যাঙ্ক (এমবিটি) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। এর বিনিময়ে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পশ্চিমি দেশগুলি। গত কয়েক মাস ধরেই পাকিস্তানে

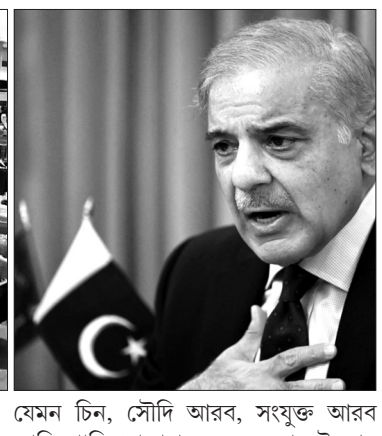

আর্থিক সঙ্কট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামাবাদের বন্ধু দেশগুলি যেমন চিন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ঋণ প্রদানে তেমন আর উৎসাহ দেখায়নি। ফলে আর্থিক পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পাকিস্তানকে।

গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের মাটিতে আগ্রাসন শুরু করেছিল রাশিয়া। সেই সময় থেকেই অস্ত্রশস্ত্র ইউক্রেনে পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। তবে এই প্রথমবার ইউক্রেনে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পাঠাবে সে দেশ।

পাক সেনার হাতে রয়েছে ২ হাজার ৪৬৭টি যুদ্ধের ট্যাঙ্ক (এমবিটি)। ইউক্রেন এবং পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক এবং শিল্পের চুক্তি রয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে ১.৬ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি সম্পন্ন করেছে ইউক্রেন। ভারতীয় মুদ্রায় যার অঙ্ক ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

বিবিধ

শেওড়াফুলিতে ইসলামিক জলসা

কাজী মোশাররফ হোসেন, হুগলি: গত শনিবার শেওড়াফুলির খোন্দকার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিরাট ঐতিহ্যবাহী বাৎসরিক ইসলামিক জলসা। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরও খোন্দকার পাড়ার এই বাৎসরিক জলসা তথা ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। এই জলসায় উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বক্তাদের কাছ থেকে দ্বীনি উপদেশ গ্রহণ করতে এবং হিদায়েত-প্রাপ্ত হতে বহু দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসেন। আর স্থানীয় মানুষেরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন এই বিশেষ দিনটির জন্য।

এই জলসায় আগত বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মৌলানা আবদুল ক্বাদের ফাতেহী সাহেব, মৌলানা আফতাব সাহেব ও মৌলানা জাহাঙ্গীর আলম সাহেব প্রমুখ। উক্ত জলসায় মৌলানা আবদুল ক্বাদের ফাতেহী সাহেব তাঁর বক্তব্যে মানুষের জীবনে দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দ্বীনি চেতনা জাগরুক করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন যে, যুগে যুগে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সমাজের মানুষেরা কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা শুধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যাঁরা রাজনীতি বিমুখ তাঁরাও নিস্তার পাচ্ছেন না, বরং তাঁরা আরও বেশি অত্যাচারিত হয়ে আসছেন। এমতাবস্থায় প্রতাপপুর দরবার শরিফের ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের নেতৃত্বে 'অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন' (আইমা)-এর পতাকা তলে সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষেরা একত্রিত হয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। বিগত বারো বছরেরও বেশি সময় ধরে আইমা সমাজের দুস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা নিপীড়ন, অত্যাচার এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছে তাদের ন্যায়-বিচারও পাইয়ে দিয়েছে আইমা। সুতরাং, একথা নিশ্চিত যে, অতি শীঘ্রই আইমা দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের হৃত সম্মান উদ্ধার করতে এবং কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে যোগ্য জবাব দিতে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। মৌলানা আবদুল ক্বাদের সাহেব সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে, বিশেষ করে সমাজের যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান, তাঁরা যেন কল্যাণকামী এবং বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য এবং দেশ ও দশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আইমা-র হাতকে শক্তিশালী করেন। শেওড়াফুলি খোন্দকার পাড়ার এই জলসার প্রধান উদ্যোক্তারা হলেন সেখ ইদ্রিস আলি, সেখ খাইরুল, সেখ খোকন আলি প্রমুখ।

বিস্ফোরক পার্থ, তোলপাড় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সরাসরি নিশানায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলে দিন কাটছে পার্থবাবুর। দল থেকেও সাসপেন্ড হয়েছেন তিনি। যদিও দলের বিরুদ্ধে একটি বারের জন্যও মুখ খোলেননি। কিন্তু এবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেই সরাসরি বিদ্ধ করলেন শুভেন্দু অধিকারীকে। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর এহেন মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল জল্পনা। ঠিক কী বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়? বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয় পার্থবাবুকে। সেখানে লকআপ থেকে বেরোনোর সময়ই তিনি বলেন, 'আমি নিয়োগকর্তা নই। আমি এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য তো দূর, কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারব না। শুভেন্দু অধিকারীর ১১-১২ সালটা দেখুন না! ডিপিএসসি-তে কী করেছিল, দেখুন না।"

কংগ্রেস ফের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের দাবি একসঙ্গে হাজার হাজার মানুষ এসেছিলেন যোগদানের জন্য। বিশৃঙ্খলা এড়াতে আমরা যোগদান কর্মসূচি স্থগিত করে দিয়েছে। শীঘ্রই আমরা এই কর্মসূচি নেব। কংগ্রেকে দেখিয়ে দেব, মুর্শিদাবাদ তাদের রিজেক্ট করেছে। বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখুন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালো ফলাফল করবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় উজ্জীবিত তৃণমূল বলে, একটা সাগরদিঘি মানে গোটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। অধীর চৌধুরী নাটক করছেন, ওনার ওই নাটকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সায় দেবে না। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা একটা আসনও পাবে না। তারা শুধু শুধু মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছে। ওইসব ভাঁওতাবাজি গঙ্গা-পদ্মায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন মুর্শিদাবাদের মানুষ।

আধুনিকীকরণের নামে মাদ্রাসা-ধ্বংস

প্রথম পাতার পর

তবে এসবই যে অজুহাত এবং প্রকারান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাজ্য থেকে মুছে ফেলার কৌশল, এমনটাই অভিমত আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান এবং একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর। কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন, বর্তমান ভারতে যত মাদ্রাসা আছে তার প্রায় সব ক'টিতেই ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা দান করা হয়। ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষাও এখন মাদ্রাসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ফলে কেন্দ্র সরকারের পরোক্ষ মদতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার যে চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলো তা এখন আর গোপন নেই। এর পরিণতি ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইমার কর্ণধার।

নিয়োগ দুর্নীতি আফগানিস্তানেও !

বিশেষ প্রতিনিধি: নিয়োগ দুর্নীতিতে জেরবার বাংলা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি এবার অধিকাংশ দফতরেই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলে আজ আদালতে দাবি করেছে ইডি। একই পরিস্থিতি আফগানিস্তানেও। সেখানেই সরকারি নিয়োগ ব্যাপক দুর্নীতির হদিস পেয়েছে তালিবান। বাধ্য হয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে সরকার। সম্প্রতি এক ডিক্রি জারি করেছেন তালিবান নেতা হিবাতুল্লাহ আখুনজাদা। সেই নির্দেশিকায় সরকারি অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেসব আত্মীয়দের সরকারি চাকরিতে সরকারি অফিসাররা নিয়োগ করেছিলেন তাদের দ্রুত তাড়াতে হবে। তা না হলে কড়া শাস্তি।

২০২১ সালে আচমকাই দেশের ক্ষমতা দখল করে তালিবান। তার পর থেকেই একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে তালিবান সরকার।

সরকারি চাকরিতে আত্মীয়দের ঢালাও নিয়োগ, কড়া ফরমান তালিবানের

ক্ষমতায় এসেই সরকারের উপরতলায় থাকা বহু আমলাকে বরখাস্ত করা হয়। বহু আমলা প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তার পরেই দুর্নীতির শুরু। দেশের বহু দফতরে বড়বড় পদে থাকা আমলা-আধিকারিকরা সরকারি বিভিন্ন পদে তাদের আত্মীয়দের নিয়োগ করে দেন।

পেশওয়ারের আফগান ইসলামিক প্রেসের খবর অনুযায়ী, দেখা যাচ্ছে বেশকিছু তালিবান নেতা তাদের ছেলেপুলেদের বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদে বসিয়ে দিয়েছেন। তারা অনেকেই কাজের যোগ্য নন। এদের একমাত্র যোগ্যতা তারা সরকারি আধিকারিকের আত্মীয়।

এদিকে, এখানেই থেমে থাকেনি তালিবান সরকার। বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে সরকারি আধিকারিকদের উপরে। বিদেশে থেকে দেশে বিভিন্ন সংস্থায় টাকা আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ধাক্কা অবশ্য দেশের অর্থনীতির উপরে পড়েছে। তবে তাতে দমতে রাজী নয় তালিবান। দেশে কমপক্ষে মজুত রয়েছে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার প্রকৃতিক গ্যাস, তামা খনিজ, দুস্পাপ্য ধাতু। কিন্তু সেইসব আকরিক ও গ্যাস উত্তোলন করা যাচ্ছে না দেশে ডামাডোলের কারণে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সেকেন্ডারি স্কুলে ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যেই এবার প্রশাসনে সংস্কারের উদ্যোগ নিল সরকার।

'তৃতীয় রবির আড্ডা'-র মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা নলপুরে

এম.এ. মনু, হাওড়া: সম্প্রতি হাওড়ার নলপুর বাজারের স্কুল প্রাঙ্গণে 'তৃতীয় রবির আড্ডা' সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা। বহু স্বনামধন্য শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে জমে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে কবিতা, গান, সাহিত্য আলোচনায় একটি অনবদ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বরচিত কবিতার ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু কবি ও বাচিক শিল্পী। মঞ্চে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বাউল পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দ বারিক, মুক্ত বিহঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক গোপা দেবনাথ এবং কবি ও সমাজসেবী মধুসূদন বাগ।

এই সাহিত্য সভায় এদিন ৪০ জন কবি উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কবি প্রণবেন্দু বিশ্বাস, আমিরুল চৌধুরী, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, কুমারজিত ঘোষ, তাপস সাহা, চিত্রা দাস, তন্ময় দেবনাথ প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করে নজর কাড়েন আরনিশা পারভিন মিদ্দে। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন উমা সিনহা, আনসুরা খাতুন মিদ্দে, অরিন্দম চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিনের পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন জাহাঙ্গীর মিদ্দে ও গোপাল শর্মা। সমাপ্তি ভাষণ দেন সম্পাদক ঝুমা পাল।

তৃতীয় ফ্রন্টের উদ্যোগ কেজরিওয়ালের

প্রথম পাতার পর

তাঁর দলের নামও তাই তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি থেকে পরিবর্তন করে ভারত রাষ্ট্র সমিতিতে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৯ সালে বিরোধীদের একত্রিত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবার সেখানে উদ্যোগী একাধিক আঞ্চলিক দল। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনিও কংগ্রেসকে বা দিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার পক্ষপাতী। বিহারের নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, আমরা যেখানে আছি সেখানেই খুশি। এখন প্রশ্ন হল, ২০২৪-এর নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোট কংগ্রেসকে বাদ রেখে করার চেষ্টা চললেও তা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েই যায়। কারণ বিহারের জেডিইউ ও আরজেডির পাশাপাশি তামিলনাড়ুর ডিএমকে, ঝাড়খণ্ডের জেএমএম, মহারাষ্ট্রের উদ্ধবপন্থী শিবসেনা, এনসিপি কংগ্রেসকে ছাড়া জোটে আগ্রহী হবে কি না, সন্দেহ।

কাঁথি দু'নম্বর ব্লকে আইমার কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে হয় সবসময়। কারণ, সংগঠনের নীচুতলার কর্মীরাই তৃণমূলস্তরে সংগঠনকে মজবুত রাখার কাজটি করেন। ফলে তাঁরাই সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচিত হন। তাই বরাবরই তাঁদের গুরুত্ব দিয়ে আসেন ওপরমহলের নেতৃত্ব। তবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম। কারণ, আর পাঁচটা সাধারণ সংগঠনের থেকে সবসময় ব্যতিক্রম অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। এখানে নেতাদের একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কর্মীদের একটু কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় না। সবার সমান গুরুত্ব বিবেচনা করেই সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান সবাইকে সমান সম্মান দেওয়ার কথা বলেন। আইমার কর্মীদের সম্পদ বলে মনে করেন তিনি। তাই তাঁদের নিয়ে

বছরের বিভিন্ন সময়ে কর্মিসভার আয়োজন করার জন্য ভারপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর সেই নির্দেশকে শিরোধার্য করে এবার কাঁথি দুই নম্বর ব্লকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। প্রচারের দায়িত্বে ছিল জুনপুট আইমা ইউনিট। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের নানা দিক এবং সমস্যা ও তার সমাধানের কথা তুলে ধরেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন কর্মীদের। কারণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর বিশেষ দেরি নেই। যে কোনও সময় নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে পারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেদিকে খেয়াল রেখে কর্মীরা যেন নির্বাচনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন সেই আহ্বান করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত প্রার্থীরা আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে অনেক আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন আইমার সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাই এই সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে সেই কথাই উঠে এল আবার একবার।

চিকিৎসার জন্য দুস্থ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা শিখরচণ্ডী আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রহমত নগরের পর এবার শিখরচণ্ডী। একের পর এক নজির সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার আইমা ইউনিটগুলো। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের দোয়াকে পাথেয় করে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে সেই কবেই পথচলা শুরু করেছেন ভিন রাজ্য ওড়িশার আইমাকর্মীরা। তার পর থেকেই জনসেবার কাজে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। অরাজনৈতিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ছাতার তলায় যেমন তাঁরা আশ্রয় দিচ্ছেন দিগভ্রান্ত মানুষকে, তেমনই তাঁদের বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন দিন-রাতের তোয়াক্কা না করে। এবার যেমন ওড়িশার শিখ রচণ্ডী আইমা ইউনিটের কর্মীরা একটি অসহায় পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ওই ইউনিটের পক্ষ দুস্থ পরিবারটিকে চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হল। ঝড়-বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বরাবরই

মানুষের বিপদে পাশে এসে দাঁড়ান অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। কারণ মানবিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরা একের পর এক রচনা করে চলেছেন সোনালি ইতিহাস। শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিটও এই ধারায় অনেক আগেই নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। তাদের সাম্প্রতিক উদ্যোগ তাই মনে রাখবেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। এমনটাই আশা করেন ওই ইউনিটের সদস্যরা। তবে সেইসঙ্গে তাঁরা একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, খ্যাতি বা বাহবা পাওয়ার জন্য কাজ করে না অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। বরং মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবেই কাজ করেন সংগঠনের কর্মীরা। ফলে দুঃস্থ পরিবারকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা করা আইমার অ্যাজেন্ডার মধ্যেই পড়ে।

দাসপুর আইমা ইউনিটের সহযোগিতায় ইসালে সওয়াব ও রক্তদানের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে ধর্মীয় জলসা বা বাৎসরিক ইসালে সওয়াবের মাহফিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাজুড়ে আছে। কারণ, ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই ইসালে সওয়াবের মাহফিলে আসেন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য পুণ্য হাসিল করতে। ইসলাম একটি মানবিক ধর্ম। এই ধর্মের প্রচারক হজরত মহম্মদ মোস্তফা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবমুক্তির দিশারি।

তাঁর মানবতায় মুগ্ধ বহু অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। সেই মহামানবের দেখানো পথেই চলতে চায় সমগ্র

মুসলিম সমাজ। কারণ প্রতিটি মুসলিমকে জনসেবার পূর্ণাঙ্গ পাঠ অর্জন করতে হয় নবি মহম্মদ সা.-এর জীবন থেকেই। ফলে একদিকে যেমন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে হয় মহানবির জীবনকে পুঙ্খানপুঙ্খভাবে জরিপ করে, অন্যদিকে তাঁর দেখানো পথেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় সমাজসেবার কাজে। এই দুইয়ের মিশেল ঘটলেই মানব জীবন হয় স্বার্থক।

এবার তেমনই এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন ঘাটাল দাসপুর আইমা ইউনিটের সদস্যরা। ধর্মীয় পরিমণ্ডলের পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদানের মতো বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে তাঁরা মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং মানবসেবার কাজ যখন একইসঙ্গে পাশাপাশি চলে তখন সেখানে সাফল্য এসে ধরা দেয় ষোলোআনা। ফলে ঘটালের মোহাম্মদী মিশনের পরিচালনায় এবং দাসপুর আইমা ইউনিটের সহযোগিতায় বাৎসরিক ইসালে সওয়াব উপলক্ষে যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল আক্ষরিক অর্থেই তা সফল। কারণ এখানে মানুষের প্রয়োজনেই পাশে এসে দাঁড়ান মানুষ। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের কাছে সবার আগে অগ্রাধিকার পায় জনসেবা।

তাই তাঁরই নির্দেশে সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন এই জনসেবার কাজে। এদিনের রক্তদান শিবিরের কর্মসূচি সেই প্রক্রিয়ারই ফল। ইসালে সওয়াবে যেমন মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, তেমনই রক্তদান শিবিরে অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণও ছিল অবাক করে দেওয়ার মতো। রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানান দাসপুর আইমা ইউনিটের সদস্যরা।

এবার একটি অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গেঁওখালি আইমা ইউনিটের যুব সদস্যরা। তাঁরা ফলমূল ও নগদ অর্থ তুলে দিলেন ওই পরিবারের হাতে।

ভিনরাজ্যের দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে আইমার সৈনিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এমনভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন যে, মানুষের বিপদে কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কার কখন বিপদ আসে তা তো আর বলে আসে না। তাই সদা জাগ্রত আইমার সদস্যরা মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন সময় অসময়ের খেয়াল না রেখে। তাঁরা ব্যস্ত থাকেন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান প্রায়ই একটা কথা বলেন যে, 'খিদমতে খোদা মেলে।' যার ভাবার্থ, মানুষের সেবা করলে আল্লাহকে পাওয়া যায়। সেই আপ্ত বাক্যকে মাথায় রেখেই আইমার সৈনিকরা মহান সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত থাকেন মানবসেবার কাজে। তারই নিদর্শন পাওয়া গেল আর একবার।

সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের এক বাসিন্দা বাংলায় এসেছিলেন নিজস্ব কাজে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান আইমার সৈনিকরা। সংগঠনের যুবনেতা সেখ মহম্মদ হোসেনের উদ্যোগে তাঁকে ভর্তি করা হয় মহিষাদল হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি তাঁকে সেখান থেকে তমলুক নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার সময় রক্তের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় খবর পাঠানো হয় গেঁওখালি আইমা ইউনিটে। অনেক রাতে গেঁওখালি আইমা ইউনিটের সদস্যরা নার্সিংহোমে গিয়ে রক্তের ব্যবস্থা করেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়িতে খবর দিলে তাঁরা রাত্রি ১২টা ২০ নাগাদ নার্সিংহোমে পৌঁছন। এরপর আইমার কর্মীদের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁদের। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীদের দায়িত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হন তাঁরা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ রুহুল ভাইজান ও হুজুর কেবলার প্রতি। একইসঙ্গে আইমার এই মানবিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁরা।

আমড়াগোহাল পশ্চিমপাড়া আইমা ইউনিটের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রীষ্মকাল মোটামুটি পড়ে গিয়েছে। দিন যত এগোবে ততই পাল্লা দিয়ে বাড়বে গরমের দাবদাহ। আর গরম মানেই রাজ্যজুড়ে রক্তের সংকট তৈরি হওয়া। কারণ, গরমের সময়ই রক্তের চাহিদা থাকে সবথেকে বেশি। ফলে সেই ঘাটতি দূর না করতে পারলে মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ সংশয় পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। আর এই রক্তের ঘাটতি মেটানোর জন্যই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারস্থ হতে হয় সরকার তথা বিভিন্ন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকগুলোকে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই একটি ব্যতিক্রমী ও অগ্রগণ্য সংগঠন যারা বছরের বিভিন্ন সময় ধরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মতো মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সংগঠনের শুরুর দিক থেকে এখনও অবধি এই উদ্যোগে ছেদ পড়েনি কখনও। কারণ আইমা সংগঠনটি দাঁড়িয়ে আছে প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শ এবং আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতির ওপর। ফলে রক্তদানের মাহাত্ম্যকে খুব ভালোভাবেই বোঝেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। সেই আদর্শের কথা মাথায় রেখেই এবার পাঁশকুড়া ব্লকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল সংগঠনের পক্ষ থেকে। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে গত ১৮ মার্চ শনিবার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত আমড়াগোহাল পশ্চিম পাড়া আইমা ইউনিটের পরিচালনায় এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরটির আয়োজন করা হয়। বহু মানুষ এই শিবিরে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে যান। রক্ত নেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন মানবিক চিকিৎসকরা। এছাড়াও ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব বিষ্ণুপদ পণ্ডা-সহ আমড়াগোহাল পশ্চিম পাড়া আইমা ইউনিটের সদস্যরা। ছিলেন সংগঠনের বিভিন্নস্তরের নেতৃবৃন্দও।

মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান বেলডাঙা আইমা ইউনিটের কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: একের পর এক মানবিক কাজের নিদর্শন রেখে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙা আইমা ইউনিট। সমাজসেবা এবং মানবিক উদ্যোগের নিরিখে সংগঠনের এই ইউনিটের সদস্যরা সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের একটা পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। এবার আইমার সর্বভারতীয় সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে বেলডাঙা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে জেলার ডোমকল থানার একজন বাসিন্দা অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসার সময় জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রোগীর পরিবারের সদস্যরা রক্তের ব্যবস্থা করতে না পেরে বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলমকে ফোন করে সবিস্তারে পরিস্থিতির কথা জানান। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সম্পাদক হাজিকুল আলম বেলডাঙা আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী রক্তদাতা মমিনুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ নিজেই পৌঁছে যান বহরমপুর মেডিকেল হাসপাতালে। সেখানে

গিয়ে হাসিমুখে রক্ত দান করেন মমিনুল ইসলাম। রোগীর সংকট কেটে যায়। এই ঘটনার পর ওই পরিবারটির পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটের কর্মী তথা রক্তদাতা মমিনুল ইসলাম ও সম্পাদক হাজিকুল আলমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটকেও ধন্যবাদ জানানো হয় পরিবারটির পক্ষ থেকে। ভবিষ্যতে এই ইউনিট যেন আরও ভালো কাজ করতে তার জন্য শুভেচ্ছা জানান তাঁরা।

'এবার রাঘব বোয়ালদের পালা'

প্রথম পাতার পর

মেলা-খেলা-উৎসবে জনগণের করের টাকা দু'হাতে খরচ করে এবং অনুদানের অপসংস্কৃতি তৈরি করে রাজ্যের কোষাগারের ব্যাপক ক্ষতি করছেন তৃণমূল নেত্রী, এই বলে অভিযোগ করেন আইমা সুপ্রিমো। সেইসঙ্গে তাঁর ব্যঙ্গ মিশ্রিত মন্তব্য, ''চুনোপুঁটিরা একে একে জেলে ঢুকছে। এবার ঢোকার পালা দু'জন রাঘব বোয়ালের।'' প্রকারান্তরে তিনি যে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই বলতে চেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর থেকেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এবং তার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে উঠে পড়ে লেগেছেন শাসকদলের একাধিক নেতানেত্রী। এমনকী তৃণমূলের মুসলিম নেতাদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আইমার বদনাম করার জন্য। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে তৃণমূলের এইসব 'অবাঞ্ছিত' নেতাদের উপযুক্ত জবাব দিচ্ছেন আইমা সংগঠনের নীচুতলার কর্মীরাই। 'দুর্নীতিগ্রস্ত' তৃণমূল কংগ্রেসকে সবক শেখানোর জন্য পথে নেমেছে আইমা। তাই ভয় পেয়েই কদর্য ভাষায় তাঁদের সুপ্রিমোকে আক্রমণ করা হচ্ছে বলে মনে করেন তাঁরা। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের মন্তব্য, ''তৃণমূল কংগ্রেস দলটার মধ্যে আর কিছু নেই। দেউলিয়া হয়ে গেছে তারা। এখন যা আছে সবটাই ফাঁপা। তাছাড়া মুসলিমরাও ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এই দলটির দিক থেকে।'' কয়েকজন 'পচা আলু' মুসলিম নেতা এখনও তৃণমূলের হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুল বুঝিয়ে যাচ্ছেন বলেও কটাক্ষ করেন আইমা সম্পাদক। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর পরামর্শ, এটাই সুযোগ। নিজেদের জন্য উপযুক্ত নেতা তৈরি করতে হবে। ভিক্ষা নয়, অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে শামিল হতে হবে।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১ রমযান ১৪৪৪ হিজরি ○ ২৪ মার্চ ২০২৩ ○ ৯ চৈত্র ১৪২৯ ○ শুক্রবার

মমতার হিপোক্রেসি

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাবার পর কিছুতেই সে হার যেমন মেনে নিতে পারেনি ভারতীয় জনতা পার্টি, ঠিক তেমনই দশা হয়েছে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে হার কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তারা। বিভিন্নভাবে নব নির্বাচিত বিধায়ককে হেনস্থা করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সাধারণত দেখা যায়, উপনির্বাচনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রেন্ড বজায় রেখে শাসকদলই জিতে থাকে। তবে সাগরদিঘির বেলায় কিন্তু সেই ট্রেন্ড বজায় রইল না। মানুষ যে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর বীতশ্রদ্ধ, তার খানিকটা আঁচ পাওয়া গেল এই উপনির্বাচন থেকে।

সাগরদিঘি উপনির্বাচনের ফলাফল তো আমরা অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি। তাহলে নতুন করে আবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা কেন? বিষয়টিকে বুঝতে গেলে একটু তাকাতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস দলটির দিকে। স্বয়ং এই দলের সুপ্রিমো সম্প্রতি মন্তব্য করলেন, সাগরদিঘিতে কংগ্রেসের জয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আরএসএসের গোপন আঁতাতের ফল। আরএসএস বা বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সাঁট আছে কি না সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আরএসএসের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা অনেকটাই খাপ খেয়ে যায় সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এটা প্রমাণ করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কারণ, মমতার অতীত ইতিহাস নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি আরএসএসের ভাবশিষ্য অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় রেলমন্ত্রী ছিলেন। তখন কিন্তু আরএসএসের মতাদর্শকে তাঁর খারাপ মনে হয়নি। কিছুদিন আগে করা আরএসএস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল, ‘‘আরএসএস এত খারাপ ছিল না। এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখনও ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপিকে ওভাবে সমর্থন করে না। তারাও একদিন বাঁধ ভাঙবে।’’ আবার এই মমতাই ২০০৩ সালে আরএসএসের একটা বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে গিয়ে চরম মুসলিম-বিদ্বেষী এই সংগঠনকে ‘দেশপ্রেমিক’ সংগঠন বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। এখানে বলতেই হচ্ছে, হয় আরএসএসের ইতিহাস জানেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, নয়তো খুব সচেতনভাবেই, সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক তাস তিনি খেলে চলেছেন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। ইতিহাস নিয়ে সামান্য চর্চা থাকলেই বোঝা যায়, দেশপ্রেমিক নয়, বরং ইংরেজদের সহযোগিতা এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে বেইমানি করার জন্যই কুখ্যাত হয়ে আছেন এই সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব। কিন্তু মমতা কেন হঠাৎ এমন আরএসএস বিরোধী হয়ে গেলেন? প্রশ্নটা কিন্তু ঘুরেফিরে সেই সাগরদিঘিতেই এসে থামছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা কংগ্রেস দলের চাণক্য নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় একবার আরএসএসের সদর দফতর নাগপুরে গিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তখনও গোঁসা হয়েছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন কেন কংগ্রেস নেতারা আরএসএসের ঘনিষ্ঠ হবেন! এ অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। যেহেতু একটা সময় এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন তাঁকে ‘দুর্গা’ বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিপোক্রেসি ধরে ফেলেছেন বাংলার সাধারণ মানুষ। সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে একদিকে আইনি জালে আটকানোর চেষ্টা করছেন তাঁর দলের মুসলিম বিধায়ককে দিয়ে, অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম তাস খেলে দাবার বোড়ে বানানো হচ্ছে তাঁর দলের হিন্দুনেতা সঞ্জয় জৈনকে সামনে এনে। (যাঁকে গালিগালাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে বায়রনের বিরুদ্ধে।) অর্থাৎ দেখাতে চাওয়া হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস কত বড় ধর্মনিরপেক্ষ দল, কত অসাম্প্রদায়িক! কিন্তু মাননীয়া, আপনার এই তত্ত্ব যে আর কেউ খাচ্ছে না। নতুন কিছু বার করুন এবার। মসনদ যে টলমল করছে। চব্বিশের লোকসভা ভোটে সাগরদিঘির ঝলক যে আবার অপেক্ষা করছে।

● ● ● ● ● ●

রোজার কাজা ও কাফফারা কী?

রোজার কাজা হল ভেঙে যাওয়া বা ভেঙে ফেলা রোজার প্রতিবিধান হিসেবে শুধু রোজা আদায় করা। অতিরিক্ত কিছু আদায় না করা। অন্যদিকে রোজার কাফফারা হল প্রতিবিধান হিসেবে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

রোজার কাফফারা বিষয়ে আবু হুরায়রা রা. বলেন, ‘‘আমরা আল্লাহর রাসুল সা.-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।’ রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘তোমার কী হয়েছে?’ সে বলল, ‘আমি রোজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি।’ রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ‘স্বাধীন করার মতো কোনো ক্রীতদাস তুমি মুক্ত করতে পারবে কি?’ সে বলল, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কি একাধারে দুই মাস সওম পালন করতে পারবে?’ সে বলল, ‘না।’ এরপর তিনি বললেন, ‘৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে পারবে কি?’ সে বলল, ‘না।’ হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবি সা. থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবি সা.-এর কাছে এক আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। আরাক হল ঝুড়ি। নবি সা. বললেন, ‘প্রশ্নকারী কোথায়?’ সে বলল, ‘আমি।’ তিনি বললেন, ‘এগুলো নিয়ে দান করে দাও।’ তখন লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল সা., আমার চেয়েও বেশি অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই।’ রাসুল সা. হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।’’ (সহিহ বুখারি, হাদিস— ১৯৩৬)

বেশিরভাগ ফকিহ বলেন, হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। অর্থাৎ, রোজা ভঙ্গকারী দাসমুক্ত করতে অক্ষম হলে দুই মাস রোজা রাখবে। আর দুই মাস রোজা রাখতে ব্যর্থ হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।

জীবন বদলের বাণী

আজ আমরা যা করি তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
—*গৌতম বুদ্ধ*

মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষগুলোই ধরণীর আসল রূপ দেখতে পায়।
—*হুমায়ূন আহমেদ*

‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ এবং রাহুল গান্ধীর প্রাপ্তিযোগ

রাহুল গান্ধী বার বার বলে এসেছেন, এই যাত্রা তাঁর নিজের কিংবা কংগ্রেসের জন্য নয়। এই যাত্রা বিভক্তির বিরুদ্ধে এক লড়াই। কিন্তু উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দলের প্রধান মুখ যখন কথাটি বলছেন, তখন তিনি নিজেও জানেন যে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’কে অনৈর্বাচনিক দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ নেই। এক বছর পর অনুষ্ঠিতব্য লোকসভা নির্বাচন ঘুরে-ফিরে তাই অ্যাজেন্ডায় চলেই এসেছে। কিন্তু, সেই অ্যাজেন্ডায় কি রাহুল গান্ধী সফল? ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কি তাঁকে ভারতের ১৫ তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় নিয়ে যাবে? কালের বিচারে এ প্রশ্ন তোলা রইল। এটাও সত্যি যে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’কে পুঁজি করে কংগ্রেস যদি আগামী নির্বাচনে লড়তে চায়, তবে তা হবে খুবই দুর্বল চেষ্টা।

তাসিন নূর রহিম

ভারতে নরেন্দ্র মোদী-বিরোধী জোট গঠনের চেষ্টা চলছে গত নির্বাচনের আগে থেকেই। কিন্তু, বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারতে বিস্তৃত আদর্শের মিশেলে সেই জোটের সমীকরণ মেলেনি। ফলে, ভারতীয় রাজনীতিতে গত অর্ধযুগ থেকে একটি প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে বহুবার এসেছে, যদি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না হন, তবে কে? মোদীর বিকল্প কে হবেন?— এই প্রশ্নের ঘূর্ণিতে বার বার আটকে গেছে বিরোধী শিবিরের তোড়জোড়। তার বিকল্প হিসেবে যে ভারতের জনগণ রাহুল গান্ধীর ওপর আস্থা রাখতে পারেননি, সেজন্য অবশ্য রাহুল গান্ধীর নিজের দায় বারো আনা। রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত জীবন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, তা হল— জনসংযোগ থেকে রাহুল গান্ধী যতটা পিছিয়ে ছিলেন, দিল্লির মসনদ দূরের বাতিঘরে পরিণত করতে আর কারও সাহায্যের দরকার ছিল না তাঁর। কিন্তু গত কয়েক মাসে যেন এক বদলে যাওয়া রাহুল গান্ধীকে দেখল ভারত। ১২টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে তিন হাজার নয়শো কিলোমিটারের বেশি পথ পায়ে হেঁটেছেন তিনি। সময়ের সাথে তাঁর যাত্রায় বেড়েছে উপস্থিতি। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, চলচ্চিত্র ও মিডিয়া জগতের মানুষজন। এমনকী, যাত্রার শুরুতেও যাঁরা হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন, যাত্রার শেষদিনে এসে তাঁদেরও ভুল ভেঙেছে। রাহুল গান্ধীকে প্রথমবার দেখা গেছে কুশীলব রাজনীতিকের ভূমিকায়। শুধু বিরোধী শিবির নয়, খোদ কংগ্রেসেও তাঁকে নিয়ে যে সংশয় ছিল, সেটা কেটে গেছে নিঃসন্দেহে। দলের সর্বস্তরের নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারাটাও প্রাপ্তির খাতাতেই যোগ হবে।

রাহুল গান্ধী বার বার বলে এসেছেন, এই যাত্রা তাঁর নিজের কিংবা কংগ্রেসের জন্য নয়। এই যাত্রা বিভক্তির বিরুদ্ধে এক লড়াই। কিন্তু উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দলের প্রধান মুখ যখন কথাটি বলছেন, তখন তিনি নিজেও জানেন যে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’কে অনৈর্বাচনিক দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ নেই। এক বছর পর অনুষ্ঠিতব্য লোকসভা নির্বাচন ঘুরে-ফিরে তাই অ্যাজেন্ডায় চলেই এসেছে। কিন্তু, সেই অ্যাজেন্ডায় কি রাহুল গান্ধী সফল? ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কি তাঁকে ভারতের ১৫ তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় নিয়ে যাবে? কালের বিচারে এ প্রশ্ন তোলা রইল। এটাও সত্যি যে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’কে পুঁজি করে কংগ্রেস যদি আগামী নির্বাচনে লড়তে চায়, তবে তা হবে খুবই দুর্বল চেষ্টা। কারণ, এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্রিয়তায় ধস নামানোর জন্য যে গণজোয়ার দরকার, সেই উদ্দেশ্য অধরাই রয়ে গেছে। তাহলে, ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ থেকে কী পেল কংগ্রেস? এর উত্তর একদম সহজ। আপাতদৃষ্টিতে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ থেকে কংগ্রেসের একমাত্র যোগ হল রাহুল গান্ধীর উত্থান। এই যাত্রার মাধ্যমে রাহুল নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসেবে বাকি সবার থেকে নিজেকে এগিয়ে রাখলেন। অন্তত, দিল্লির আখড়ায় সেই আলোচনাই চলছে।

‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ ২০২৪ সালের নির্বাচনের দৌড়ে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে রাখল রাহুল গান্ধীকে। এই পদযাত্রায় তিনি ১১৩টি পথসভা করেছেন, ২৭৫টি মতবিনিময় সভা করেছেন এবং ১৩টি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। তাঁর কেরিয়ার গ্রাফকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ‘ভারত জোড়ো যাত্রার’ এই মাসগুলো ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল দিন। সেই সাথে মিডিয়াও সামলেছেন অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে পরিণতভাবে। পুরো যাত্রায় তাঁর পরনে ছিল সাদা হাফহাতা টি-শার্ট (যদিও পরে তিনি তার ওপর কোট চাপিয়ে নেন)। তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমি যখন মধ্যপ্রদেশ পৌঁছালাম, তখন তিনটি বাচ্চা মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের গায়ে ছেঁড়া পোশাক। তারা শীতে কাঁপছিল। সেদিনই ঠিক করলাম, শীতে শরীরে কাঁপন ধরার আগে পর্যন্ত গরম জামা পরব না। আমি ওদের জানাতে চাই, ওদের সঙ্গে আছি।’’

তাঁর পরনের সাদা টি-শার্ট নিয়েও কম সমালোচনা হয়নি বিজেপি শিবিরে। রাহুল নিজেকে অতিক্রম করে সেসব ভালোই সামলেছেন। শ্রীনগরের ঐতিহাসিক লালচকে পতাকা উত্তোলন করে তিনি বলেছেন, ‘‘আমাকে বার বার কাশ্মীরে পদযাত্রা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এতে নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে। কিন্তু আমি ভাবলাম, যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের একটা সুযোগ দেওয়া যাক। তারা আমার শার্টের রং বদলে দিক। এটাকে লাল করে দিক!’’

পদযাত্রা ভারতের রাজনীতিতে নতুন নয়। স্বাধীনতার পর ভারতে নিদেনপক্ষে পাঁচবার বড়সড় রাজনৈতিক পদযাত্রা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা চন্দ্রশেখর জাতীয় আস্থা অর্জনে বিশাল এক পদযাত্রা করেন। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতেও ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী এক পদযাত্রা করেন ইংরেজদের একচেটিয়া লবণ কর নীতির বিরুদ্ধে। ২৪ দিনে ২৪০ মাইল হেঁটে ব্রিটিশ আইন ভেঙে ডান্ডি গ্রামে তিনি তৈরি করেন লবণ। মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের সাথে ‘ভারত জোড়ো যাত্রার’ তুলনা চলে না। দেশ, কাল, সমাজের কাঠগড়ায় সেই তুলনা টেকে না। কিন্তু গুরুত্বের কাঠগড়ায় ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কি একেবারেই উড়িয়ে দেবার মতো? ভারতের রাজনীতি নিঃসন্দেহে বিভেদের এক কঠিন সময় পার করছে। তার মধ্যে রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারী থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যে ঐক্যের ডাক দিলেন, তার গুরুত্ব তো আর অস্বীকার করা যায় না।

জেলে থাকা অবস্থায় জওহরলাল নেহরু তাঁর দশ বছরের মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখে ভারত চিনিয়েছিলেন। এই চিঠিতেই ইন্দিরা শিখেছিলেন ভারতের সংস্কৃতি। আর বুঝেছিলেন ভারতের মানুষকে। পিতা-কন্যার সেই পাঠ পরে বই আকারে ‘দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া’ শিরোনামে বেরিয়েছিল। রাহুল গান্ধী প্রপিতামহের সেই পাঠ দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পায়ে হেঁটে আত্মস্থ করলেন।

ফিরে দেখা

৫০ বছর পর চাঁদের মাটিতে নয়া ইতিহাস গড়বে নাসার আর্টেমিস মিশন!

আর্টেমিস মিশনে চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে নাসা। এবারই কিন্তু প্রথম নয়। এর আগেও অ্যাপোলো মিশনেও চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল নাসা। সেটাই ছিল চাঁদের মাটিতে প্রথম ও শেষ কোনো মানব অভিযান। আর্টেমিস মিশনে পাড়ি দেওয়ার আগে কীভাবে চাঁদে পা রেখে ছিল মানুষ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরল নাসা। ২০২২-এ নাসা আর্টেমিস ওয়ান মিশনে চাঁদে পাঠিয়েছিল মহাকাশযান ওরিয়নকে। চাঁদের মাটিতে রেকর্ড গড়ে ওরিয়ন ফিরে আসার পর নাসা আর্টেমিস টু মিশন শুরুর পরিকল্পনা করেছে। আগামী মাসেই মহাকাশচারীরা চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন এই আর্টেমিস টু মিশনে। ৫০ বছর পর আবারও কোনো মানুষ যাবে চাঁদে। তবে এবার চাঁদের মাটিতে তাঁরা নামবেন না। চাঁদের কক্ষপথে গিয়ে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে আসবেন। চাঁদের মাটিতে তাঁরা কী কী উপায়ে দীর্ঘ সময় কাটাতে পারেন, তা নিরূপণ করাই নাসার উদ্দেশ্য এই মিশনে। নীল আর্মস্ট্রংয়ের পর কোনো নভশ্চর চাঁদের মাটিতে এই মিশনে ইতিহাস সৃষ্টি করে ফিরতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। ১৯৬২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি রাইস ইউনিভার্সিটিতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘‘আমরা চাঁদে যেতে পছন্দ করি। আমরা এই দশকেই চাঁদে যাবো। তা করে দেখিয়েছিল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই সাত বছরেরও কম সময়ে নীল আর্মস্ট্রং পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহে পা রেখেছিলেন মানবজাতির প্রথম সদস্য হিসেবে।

এটি ছিল অ্যাপোলো প্রোগ্রামের প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত শেষ সাফল্য। এই মিশনে নাসা মানুষকে চাঁদে অবতরণ করতে এবং তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে নাসা মোট ১১টি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে ছয়টি মহাকাশযানে চাঁদে মানুষ অবতরণ করেছে। তাদের মধ্যে চারটি সরঞ্জাম পরীক্ষা করেছে। এবং একটি মহাকাশযানে বিপর্যয় ঘটে। নাসার অ্যাপোলো মিশনে প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। চাঁদ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম নমুনা ফেরত আনতেও সমর্থ হয়েছিল নাসা। এই মিশনে মাটির মেকানিক্স, মেটেওরয়েড, ভূমিকম্প, তাপপ্রবাহ, চন্দ্রের পরিসর, চৌম্বক ক্ষেত্র এবং সৌর বায়ু নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়।

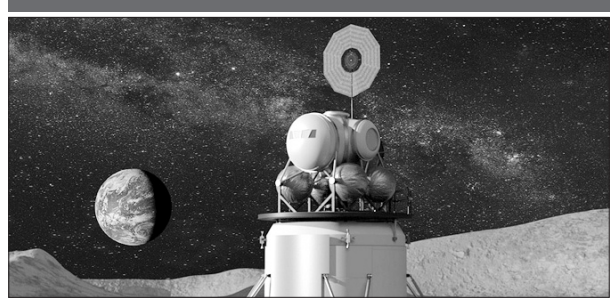

অ্যাপোলোর ১৭ মিশন

অ্যাপোলো ওয়ান মিশন

১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারি অ্যাপোলো ওয়ান মিশনে গিয়েছিল নাসা। অ্যাপোলোর মহাকাশযানের মানব মিশন শেষ হয়েছিল একটি বিপর্যয় দিয়ে। অ্যাপোলো ওয়ানের ক্রু গাস গ্রিসম, এড হোয়াইট এবং রজার শ্যাফি একটি প্রিফ্লাইট পরীক্ষার সময় অ্যাপোলো কমান্ড মডিউলে আগুন লেগে মারা যান।

অ্যাপোলো ফোর ও অ্যাপোলো ফাইভ মিশন

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে অ্যাপোলো ওয়ানের পর অ্যাপোলো টু বা অ্যাপোলো থ্রি ছিল না। প্রোগ্রামের পরবর্তী মিশন ছিল অ্যাপোলো ফোর, যা ছিল একটি চালকবিহীন ফ্লাইট। তিনটি স্যাটার্ন ভি রকেট পরীক্ষা করেছিল এই মিশন। অ্যাপোলো ফাইভ ছিল আরেকটি মনুষ্যবিহীন ফ্লাইট, যা আরোহণ এবং অবতরণের পর্যায়, প্রপালশন সিস্টেম ইত্যাদি পরীক্ষা করে।

অ্যাপোলো সিক্স ও সেভেন মিশন

এরপর অ্যাপোলো সিক্স মিশনটি ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক ফ্লাইট, যা নিশ্চিত করেছিল যে শনি ভি লঞ্চ ভেহিকেল এবং অ্যাপোলো মহাকাশযান মানব মিশনের জন্য উপযুক্ত। অ্যাপোলো সেভেন প্রোগ্রামটির প্রথম ক্রুড ফ্লাইট ছিল। মহাকাশচারী ওয়াল্টার শিরা জুনিয়র, ডল আইজেল এবং ওয়াল্টার কানিংহাম ১১ দিনের মিশনে গিয়েছিলেন। তারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

অ্যাপোলো এইট মিশন

অ্যাপোলো এইট অনেকটা আসন্ন আর্টেমিস টু মিশনের মতো ছিল। মিশনটি নভোচারীদের চন্দ্র কক্ষপথে নিয়ে যায় এবং তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মহাকাশচারী ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, জিম লাভেল এবং বিল অ্যান্ডার্স ১৯৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বর চাঁদের কক্ষপথ থেকে ফিরে এসেছিলেন।

অ্যাপোলো নাইন ও অ্যাপোলো টেন মিশন

অ্যাপোলো নাইন অ্যাপোলো মিশনের তৃতীয় ক্রু ফ্লাইট ছিল। কিন্তু এটি আমাদের গ্রহ থেকে খুব বেশি দূরে যায়নি। পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান করেছিলেন। অ্যাপোলো টেন অবিশ্বাস্যভাবে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছয়। চাঁদে অবতরণের জন্য এক ধরণের ড্রেস রিহার্সাল হিসাবে কাজ কের। অ্যাপোলো ইলেভেন মিশনের জন্য অবতরণের স্থানটি স্কাউট করে আসেন নভোচারীরা।

অ্যাপোলো ১১ মিশন

বছরের পর বছর গবেষণা, বিভিন্ন অ্যাপোলো ফ্লাইট এবং অন্যান্য অনেক পরীক্ষামূলক ফ্লাইটের পর ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই অবশেষে অ্যাপোলো ইলেভেন মিশনে মানুষ চাঁদে অবতরণ করে। মিশনের কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা রাখা প্রথম মানুষ হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেন। তাঁর সঙ্গে চাঁদের মাটিতে আমেরিকান পতাকা তোলেন বাজ অলড্রিন।

অ্যাপোলো টুয়েলভ মিশন

অ্যাপোলো টুয়েলভ মিশনে উড়ানের প্রথম মিনিটে দুবার বজ্রপাত হওয়া সত্ত্বেও চাঁদে দ্বিতীয় সফল অবতরণ করতে গিয়েছিল। মহাকাশচারী চার্লস কনরাড জুনিয়র, রিচার্ড এফ গর্ডন এবং অ্যালান এল বিন এই মিশনে নির্ভুল অবতরণ পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। ১৯৭০-এর ১১ এপ্রিল অ্যাপোলো থার্টিন চাঁদে পাড়ি দেয় জেমস এ লাভেল, জন এল সুইগার্ট এবং ফ্রেড ডব্লিউ হাইসকে নিয়ে।

অ্যাপোলো থার্টিন মিশন

মিশনের তৃতীয় দিনে যখন অ্যাপোলো থার্টিন মহাকাশযানটি চাঁদ থেকে ৩২০০০০ কিলোমিটার দূরে, তখন শর্ট সার্কিটের কারণে মডিউলের অক্সিজেন ট্যাঙ্কগুলির একটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে উভয় অক্সিজেন ট্যাংক ফেটে যায় এবং অক্সিজেন মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে চাঁদে অবতরণ বাতিল করে ক্রুরা লাইফবোট হিসাবে চন্দ্র মডিউল ব্যবহার করেছিল পৃথিবীতে তাদের ফেরানো জন্য।

অ্যাপোলো ফোর্টিন ও ফিফটিন মিশন

১৯৭১-এর ৩১ জানুয়ারি অ্যাপোলো ফোর্টিনে মহাকাশচারী অ্যালান শেপার্ড স্টুয়ার্ট রুসা এবং এডগার ডি মিচেল চাঁদে তৃতীয় মানব অবতরণ শেষ করার পর চাঁদে দুটি সোনার বল রেখে এসেছিলেন। এরপর অ্যাপোলো ফিফটিনে এই বছররেই ২৬ জুলাই চাঁদে চতুর্থ সফল মানব অবতরণ সমাপ্ত হয়েছিল।

অ্যাপোলো সিক্সটিন ও সেভেন্টিন মিশন

অ্যাপোলো সিক্সটিন চাঁদে যায় ১৯৭২-এর ১৭ এপ্রিল। মহাকাশচারী জন ইয়ং, থমাস ম্যাটিংলি এবং চার্লস ডিউকের চাঁদে ডেসকার্টেস ফর্মেশনে অবতরণ করেছিলেন। আর সর্বশেষ মানব অভিযান হয়েছিল অ্যাপোলো সেভেন্টিন মিশনে। এই ক্রুতে মহাকাশচারী ইউজিন সারনান, হ্যারিসন স্মিট এবং রোনাল্ড ইভান্স ছিলেন। ১৯৭২-এর ১১ ডিসেম্বর তা চাঁদে অবতরণ করেছিল।

জলবায়ু

মুম্বই-ঢাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাবে! কলকাতার কী হবে

ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও)এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে জানিয়েছে, সারা বিশ্বে সমুদ্রের জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের বড় বড় শহরগুলি সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুম্বই, ঢাকা, সাংহাই, লন্ডন, নিউইয়র্কসহ বিশ্বের একাধিক বড় শহরের তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডব্লিউএমও প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পৃথিবীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশঙ্কা ধ্বংসের সতর্কবার্তা দিচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং সমুদ্রের স্তর বাড়ার ফলে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলে আগামী দু’হাজার বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দুই থেকে তিন মিটার বাড়বে। এমনকী গ্লোবাল ওয়ার্মিং ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত থাকলেও সমুদ্রের জলস্তর ৬ মিটার পর্যন্ত উঠবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে ২০০০ বছরে সমুদ্রের জলস্তর ১৯ থেকে ২২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেড় থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও সমুদ্রের জলের উচ্চতা এতটাই বাড়বে যে বেশ কিছু দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি শহরের অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়তে পারে। তবে এই রিপোর্টে কলকাতা নিয়ে কোনও সতর্কতা নেই।

ভারতের মুম্বই, মিশরের কায়রো, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, ইন্দোনেশিয়ার শহর জাকার্তা, চিনের শহর সাংহাই, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, ব্রিটেনের লন্ডন, আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস এবং নিউইয়র্কের বিপদ হতে পারে। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেস এবং চিলির সান্তিয়াগো-সহ প্রতিটি মহাদেশের বড় শহরগুলির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ডব্লিউএমও প্রতিবেদনে বলেছে, ভারত, চিন, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে।

জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করেছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বড় বিপদ হতে পারে। ডব্লিউএমও-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯০০ সালের মতো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার হার গত ৩ হাজার বছরে সব থেকে বেশি।

১৯০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ১.৩ মিমি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১.৯ মিমি বেড়েছে।

২০০৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩.৭ মিমি বেড়েছে।

২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ৪.৫ মিমি হারে বেড়েছে।

জাতীয় দলের তকমা হারাচ্ছে তৃণমূল !

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইসি কর্মকর্তারা বলেছেন যে পোল প্যানেল এর পরে এনসিপি এবং তৃণমূল জাতীয় দলের মর্যাদা ধরে রাখার মানদণ্ড পূরণ করে কি না তা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। জাতীয় পার্টির মর্যাদা বিভিন্ন সুবিধা দেয় একটি দলকে। যেমন রাজ্যজুড়ে একটি সাধারণ দলীয় প্রতীক, পাবলিক ব্রডকাস্টারে নির্বাচনের সময় ফ্রি এয়ারটাইম, নয়াদিল্লিতে পার্টি অফিসের জন্য জায়গা ইত্যাদি।

ভারতের নির্বাচন কমিশন টিএমসি এবং এনসিপির জাতীয় দলের মর্যাদা থাকবে কি থাকবে না তা সিদ্ধান্ত নিতে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছে। এই বৈঠকের পরে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে লিখিত নোট চাওয়া হয়েছে। ইসিআই অনুসারে জানা গিয়েছে এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিশেষ কোনো কারণ নেই। এটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ইসিআই-এর করা একটি রুটিন কাজ।

ইসি কর্মকর্তারা বলেছেন, যে পোল প্যানেল এর পরে এনসিপি এবং তৃণমূল জাতীয় দলের মর্যাদা ধরে রাখার মানদণ্ড পূরণ করে কি না তা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। জাতীয় পার্টির মর্যাদা বিভিন্ন সুবিধা দেয় একটি দলকে। যেমন, রাজ্যজুড়ে একটি সাধারণ দলীয় প্রতীক, পাবলিক ব্রডকাস্টারে নির্বাচনের সময় ফ্রি এয়ারটাইম, নয়াদিল্লিতে পার্টি অফিসের জন্য জায়গা ইত্যাদি।

ইসি-র এই ধরনের কার্যক্রম এই প্রথম নয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে, এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই), বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), এনসিপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি)-সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে নোটিশ জারি করেছিল। সেই নোটিশে তাদের ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল কেন তাদের জাতীয় দলের তকমা থাকবে। যদিও ইসি অবশ্য তাদের স্ট্যাটাস বাতিল করার পরিকল্পনা স্থগিত রাখে।

কৃষক বিক্ষোভ। দিল্লির রামলীলা ময়দানে ফের জমায়েত বাড়ছে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের। বিভিন্ন দাবিতে সংসদ ভবনের অদূরেই সমবেত হচ্ছেন সংযুক্ত কিশান মোর্চার সদস্যরা।

‘মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও !’
দিল্লিতেই হাজার হাজার পোস্টার, একশো এফআইআর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: খোদ রাজধানী দিল্লির বুকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে পোস্টার। পোস্টারে লেখা, ‘মোদী হঠাও, দেশ বাঁচাও।’ দিল্লির বুকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন পোস্টার পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাও আবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই পোস্টার লাগানো হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই সক্রিয় হয়েছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যেই একশোটি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। পোস্টার লাগানোর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশের দাবি, গোটা শহরজুড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পোস্টার লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কোন প্রেস থেকে পোস্টারগুলি ছাপানো হয়েছে, পোস্টারের গায়ে তার উল্লেখও করা হয়নি। দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সিপি দীপেন্দ্র পাঠক জানিয়েছেন, আম আদমি পার্টির অফিস থেকে বেরনোর সময় একটি গাড়িকেও আটকানো হয়। সেই গাড়ির ভিতর থেকেও বেশ কিছু পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে গাড়ির চালক এবং মালিক ও একটি ছাপাখানার মালিকও রয়েছেন।

গত কয়েকদিন ধরেই দিল্লিজুড়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করে এই ধরনের পোস্টার লাগানোর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। রাস্তার ধার থেকে প্রায় ২ হাজার পোস্টার ছিঁড়েও দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। আম আদমি পার্টির অফিস থেকে বেরনো একটি গাড়ির ভিতর থেকেও প্রায় ২ হাজার পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় যে ধারায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেগুলি সবই জামিনযোগ্য ধারা হওয়ায় থানা থেকেই জামিন পেয়ে যান অভিযুক্তরা।

অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয় জর্জিয়া

অমৃতপালকে বছাই আইএসআই-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অপেক্ষা ছিল অমৃতসরে জি-২০ সম্মেলনের বৈঠক শেষ হওয়ার। গত ১৫-১৭ মার্চের সেই বৈঠক শেষ হতেই ‘ওয়ারিস পঞ্জাব দে’ সংগঠনের নেতা অমৃতপাল সিংহকে ধরতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র ও পঞ্জাব পুলিশের যৌথ বাহিনী। খলিস্তানপন্থী নেতা এখনও অধরা হলেও পঞ্জাব পুলিশের দাবি, তাঁর পালানোর বৃত্ত ছোটো হয়ে আসছে। যে কোনও মুহূর্তে ধরা পড়বেন অমৃতপাল। গোয়েন্দাদের মতে, কাশ্মীরে জঙ্গিদের উপদ্রব কমে আসায় অমৃতপালের মাধ্যমে পঞ্জাবে অশান্তির ছক কষেছিল আইএসআই। খলিস্তানপন্থী আন্দোলনে হাওয়া দিতে সীমান্তের ওপার থেকে জোগানো হচ্ছিল প্রচুর অস্ত্র, রসদ, মাদক। গত এক বছরে সীমান্তে ড্রোনের মাধ্যমে মাদকের চোরাচালান বেড়ে যাওয়ায় অমৃতপালের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের।

দেশে কৃষক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন অমৃতপাল। তা শেষ হওয়ার পরে তিনি দুবাইয়ে পারিবারিক ব্যবসা সামলাতে ফিরে যান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের বক্তব্য, দুবাই আইএসআইয়ের অন্যতম বড় ঘাঁটি। কৃষি আন্দোলনে অমৃতপালের ভূমিকা দেখে তাঁকে বেছে নেয় পাক গুপ্তচর সংস্থা। শুরু হয় মগজধোলাই। অতীতের খলিস্তানি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না অমৃতপালের। কিন্তু আইএসআইয়ের সংস্পর্শে এসেই তিনি খলিস্তানি আন্দোলন নিয়ে দুবাইয়ে প্রচার শুরু করেন। গোয়েন্দাদের দাবি, অমৃতপালকে জর্জিয়াতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতেও পাঠায় আইএসআই। শেষে দুবাই হয়ে পাঠানো হয় ভারতে। এক স্বরাষ্ট্রকর্তার মতে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর থেকে কাশ্মীরে কার্যত বড় হামলা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নতুন ঘুঁটি প্রয়োজন ছিল আইএসআইয়ের। পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের আগের রাজনৈতিক টালমাটাল এবং আপের ক্ষমতায় আসার সুযোগ নিয়ে ফের ওই রাজ্যে খলিস্তানপন্থী আন্দোলন উস্কে দিতে পাক গুপ্তচরেরা মাঠে নামায় অমৃতপালকে। তাদের মদতে লন্ডন, কানাডা, জার্মানি, আমেরিকাতেও খলিস্তানপন্থীরা পথে নামে।

গোয়েন্দাদের দাবি, দুবাই থেকে পঞ্জাবে এসে মাদক-বিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার আড়ালে খলিস্তানপন্থী আন্দোলনের সমর্থনে দল বাড়ান অমৃতপাল। তাঁর মাদক-মুক্তি কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের এত নিম্নমানের ওষুধ দেওয়া হত, যে তাঁরা উল্টে মাদকে আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন। মেরেধরে এঁদের নিয়ে যাওয়া হত ‘ওয়ারিস পঞ্জাব দে’-র কর্মসূচিতে। অমৃতপালকে মার্সিডিজ গাড়ি দিয়েছিল মাদক মাফিয়া রাভেল সিংহ। সীমান্ত-পারের মাদক পাচারকারী বিল্লা, বিলাল ও রানার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও মাদকের লেনদেন হত অমৃতপালের। সেতু ছিল আইএসআই। গোড়ায় অমৃতপালের সক্রিয়তা রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় পঞ্জাব পুলিশ। গত ২ মার্চ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান দিল্লি এসে কেন্দ্রীয়স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন। সূত্রের মতে, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চান তিনি। ঠিক হয়, ১৫-১৭ মার্চ অমৃতসরে জি-২০ সংক্রান্ত বৈঠকটি নির্বিঘ্নে সেরে ফেলার পরে অমৃতপালকে গ্রেফতার করা হবে। প্রায় ১৫ কোম্পানি আধাসেনা আসে অমৃতসরে। শুরু হয় অমৃতপালকে ধরতে অভিযান, যা এখনও নিষ্ফলা।

অর্ধেক দামে মিলছে ওষুধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দামি ওষুধ কিনতে গিয়ে অনেককেই দু’বার ভাবতে হয়। প্রয়োজন বেশি অর্থ ব্যয় করে ওষুধ কেনার সামর্থ্য সকলের থাকে না। তাই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা ভেবে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ছত্তিশগড় সরকার।

২০২১ সালে শুরু হয় ধন্বন্তরী দাওয়া যোজনা। এই যোজনায় ধন্বন্তরী ওষুধের দোকান খোলা হয়

ছত্তিশগড়

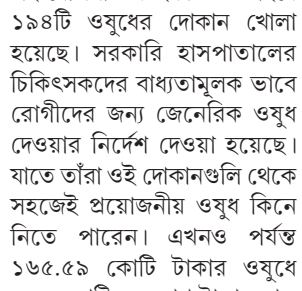

যেখানে কম দামে নানা ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। যোজনার প্রথম পর্যায়ে ছত্তিশগড়ের ১৬৯টি শহরে ১৮৮টি এ রকম ওষুধের খোলা হয়। দোকান এ বার সেই রাজ্যের মহাসমুন্দ জেলায় এ রকম আরও ছ’টি দোকান খুলে গেল।

সেখানে সরাইপালি, বাসনা, পিথোরা, তুমগাঁও, মহাসমুন্দের মতো জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওষুধের দোকানগুলি। প্রচুর মানুষ সেখান থেকে কম দামে ওষুধ কিনে উপকৃত হচ্ছেন। এই যোজনার প্রথম বছর থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৪৬৪৬ মানুষ নামিদামি নানা কোম্পানির ৫৬ লাখ ৮০ হাজার ৪১২ টাকার ওষুধে ৩১ লাখ ১৭ হাজার ৯৫৯ টাকার ছাড় পেয়েছেন।

২০২১ সালে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেলের উদ্যোগে এই যোজনা শুরু হয়। ১৬৯ শহরে ১৯৪টি ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বাধ্যতামূলক ভাবে রোগীদের জন্য জেনেরিক ওষুধ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে তাঁরা ওই দোকানগুলি থেকে সহজেই প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনে নিতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ১৬৫.৫৯ কোটি টাকার ওষুধে ১০৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকার ছাড় দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও বিদ্যুৎহীন ! সূর্য ডুবলেই গ্রাম অন্ধকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বাধীনতার পর থেকে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি গড্ডা জেলার বোয়ারিজোর ব্লকের কেসগড়িয়া গ্রামে। আজও সূর্য ডোবার পরে গভীর অন্ধকারে ডুবে যায় এই গ্রাম। আজও ঘরে ঘরে জ্বলে না বাতি। ঝাঁ চকচকে শহরগুলোর মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে এই গ্রামের দুঃখের গল্প।

আজও বিদ্যুৎ ছাড়াই বেঁচে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিদ্যুতের অভাবে আজও মোবাইল ব্যবহার করতে পারে না গ্রামের কেউ। আলোর জন্য সোলার প্লেটের উপরেই নির্ভর করতে হয় গ্রামবাসীদের। সারাদিন সোলার প্লেট দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করে রাতে বাল্বের আলো পান তাঁর। অন্যদিকে যখন সূর্যের আলো থাকে না, তখন রাত কাটাতে হয় অন্ধকারে।

এই গ্রামেরই সুখদেব পাহাড়িয়া নামের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ‘‘গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় আমাদের ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারে না, গ্রামে মোবাইল

ফোনও ব্যবহার করতে পারা যায় না। কারণ গ্রামে নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেলেও মোবাইল চার্জ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। গ্রামের দু-এক জনের মোবাইল থাকলেও তারা অন্য গ্রামে গিয়ে মোবাইল চার্জ করে।’’

মেশা পাহাড়িয়া নামের গ্রামের ৬০ বছর বয়সী বাসিন্দা জানিয়েছেন, ‘‘প্রতি বছরই নির্বাচনের আগে ভাবতাম যে আগামী নির্বাচনের আগে হয়তো আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসবেই। তবে এই আশায় আজও এত বয়স পর্যন্ত বসে আছি। কিন্তু যতবারই নেতারা আসেন, প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর ৫ বছর কারও দেখা মেলে না। পিডিএস ডিলারও কেরোসিন দিচ্ছেন না। যার ফলে ঘরে কেরোসিনের আলোও জ্বালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।

বোয়ারিজোর ব্লকের কেসগড়িয়া গ্রাম এবং আশেপাশের পাহাড়ি এলাকার আরও অনেক গ্রামের বিদ্যুতের অবস্থা কমবেশি একইরকম। বাদোর, পাকুরিয়া, জোগড়া, বিচদুপ্পা ও পঞ্চায়েত লিলটারি-১ এই গ্রামগুলিতে আজও পৌঁছয়নি বিদ্যুৎ। আড়াই মাস আগে রাশি কয়লা খনিতে বিদ্যুতের খুঁটি বসলেও আজও অন্ধকারে ডুবে এই গ্রাম।

সাগরদিঘির পর ফের মুখ পুড়ল সেই মুর্শিদাবাদে !

তৃণমূলে যোগদানের কেউ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুর্শিদাবাদই যেন এখন তৃণমূলের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে হার। তার কয়েকদিনের মধ্যেই শনিবার খড়গ্রামে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী শাসক দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তার পাল্টা সভা করতে গিয়েও মুখ পুড়ল শাসক দলের। শনিবার খড়গ্রামের যে মাঠে অধীর রঞ্জন চৌধুরী সভা করেছিলেন, সেই মাঠেই রবিবার পাল্টা সভার আয়োজন করে শাসক দল। নগর পিরতলার এই মাঠে সভার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়ে পাল্টা তৃণমূলে যোগদান করানো। সেকথা জানিয়ে সভা মঞ্চে ব্যানারও টাঙানো হয়।

কিন্তু সভা শুরু হওয়ার পরই বিপাকে পড়েন তৃণমূল নেতারা। কারণ, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেস বা অন্য কোনও দল থেকেই কেউ সভায় আসেননি। বলা ভালো, কংগ্রেসে ভাঙন ধরানোর লক্ষ্যে ব্যর্থই হন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। বাধ্য হয়ে সভার মাঝখানেই সেই ব্যানার খুলে ফেলা হয়। কোনোরকম ব্যানার ছাড়াই কোনওমতে সভার কাজ শেষ করেন তৃণমূল নেতারা।

খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত অবশ্য দাবি করেন, ‘সভায় লোক বেশি হওয়ার কারণে যোগদান করানোর জায়গা পাওয়া যায়নি তাই ব্যানার খুলে ফেলেছি, পরে কোনও একটি দিন ধার্য করে যোগদান করানো হবে।’

অন্যদিকে সভা শুরুর সময় মাঠ কানায় কানায় ভর্তি থাকা সত্ত্বেও জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখাকালীন কর্মীরা উঠে চলে যান। যদিও তৃণমূল বিধায়কের এই দাবিকে মানতে চাননি এলাকার কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, সভায় যাওয়ার জন্য তৃণমূল নেতারা চাপ দিলেও তা উপেক্ষা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ক্ষুব্ধ মহিলার পা ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা দিদির ‘দূত’ জেলা সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূচনার পর থেকেই ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। জায়গায় জায়গায় জানুয়ারি মাস থেকে এই কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা। এবার ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচিতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়লেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান। এমনকি বিক্ষুব্ধ এক মহিলার পায়ে ধরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন সভাধিপতি!

হুগলি জেলার গোঘাটের মান্দারণ পঞ্চায়েতের তারাহাট এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়েন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান। মঙ্গলবার গোঘাটের মান্দারণে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যোগ দেন সভাধিপতি মেহেবুব রহমান। দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তারাহাট গ্রামে যেতেই ক্ষোভের মুখে পড়ে তাঁরা।

গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলা তাঁদের সামনে পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মূলত তাদের অভিযোগ, ভোট এলেই গ্রামে নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা খোঁজ নিতে আসেন। কিন্তু এলাকার উন্নয়ন করা হয়নি ও আবাসের বাড়ি উপযুক্ত প্রাপকদের দেওয়া হয়নি। সেই অভিযোগ নিয়েই সভাধিপতি ও বাকি নেতৃত্বদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। সেই ঘটনায় বেগতিক দেখে পরিস্থিতি সামাল দিতে এক বিক্ষুব্ধ মহিলার পায়েও ধরতে যান সভাধিপতি। পাশাপাশি তাদের যা যা অভিযোগ তা দ্রুত সমাধান করার আশ্বাসও দেন সভাধিপতি। যদিও ঘটনার পর আর কেউ মুখ খুলতে চাননি।

অন্যদিকে হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান ঘটনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেন, ‘‘কিছু ক্ষোভ থাকতে পারে মানুষের মধ্যে, তবে উন্নয়ন হয়েছে। তবুও এই মানুষদের যেসব অভাব অভিযোগ আছে, আমি টা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি।’’ পাশাপাশি বিগত সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপরও দায় চাপিয়েছেন তিনি।

যদিও এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-ও । দুর্নীতির কারণেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সাধারণ মানুষের একথা জানিয়ে হুগলি জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, ‘‘শুধু গোঘাট না, হুগলি জেলার যে কোনায় তৃণমূল নেতারা যাবেন, তাঁদের এরকম বিক্ষোভের সামনে পড়তে হবে। আজ তো তাও ওনাকে একজনের পা ধরতে হয়েছে। ওনার ভাগ্য ভালো যে মানুষের হাতে মার খাননি। তৃণমূলের আকাশ ছোঁয়া দুর্নীতি নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর ক্ষোভ জমে আছে।’’

সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা ঠিক কী? প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। মঙ্গলবার একটি মামলার শুনানির সময় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা সম্পর্কে রাজ্যের কাছে জানতে চান। এই নিয়ে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গাইডলাইন তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের আইজিকে। ২৯ মার্চ তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে বিস্তারিত গাইডলাইন জমা করতে হবে।

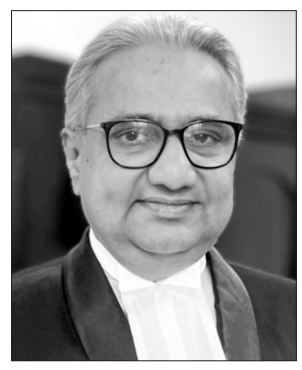

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরশুনা থানার দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এলাকার এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই যুবকের পরিবারের আইনজীবী সব্যসাচী চক্রবর্তী জানান, এর আগে হাওড়ার যুব নেতা আনিস খানের বাড়িতেও গভীর রাতে দুই সিভিল ভলান্টিয়ার গিয়ে হামলা চালান। পরবর্তীতে আমতা থানার পুলিশ আনিস খানকাণ্ডে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়। সরশুনা থানার ক্ষেত্রেও সিভিকদের ভূমিক নিয়ে সন্দেহ উঠছে। আদালতে এদিন বিষয়টি ওঠার পরই

কিছুদিন আগেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বড় প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। ভালো কাজ করলে এবার থেকে রাজ্যে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের পদোন্নতি হবে বলে চিন্তাভাবনা রয়েছে নবান্নের। এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে। নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বিরোধীরা। এই পদোন্নতির আদতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে টোপ বলেই মনে করছে তারা।

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতেও অয়ন, দাবি ইডি সূত্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়াল ডায়মন্ড হারবার পুরসভার। ইতিমধ্যেই ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন অয়ন শীল। আর এই অয়নের সূত্র ধরেই রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির তথ্য ইডির হাতে উঠে এসেছে। ইডি সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি মিলিয়ে ১৬ জনকে নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে তিনজন আবার ডায়মন্ড হারবারের বাইরের বাসিন্দা বলে অভিযোগ। চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রশ্নপত্রের বরাত দেওয়া হয়েছিল অয়ন শীলের সংস্থাকে। তবে অয়ন শীলকে চিনতেন না বলে দাবি করেছেন পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান। সেই সময় চেয়ারম্যান ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মীরা হালদার। তিনি জানান, অয়ন শীলকে চেনেন না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমস্ত স্বচ্ছতা সামনে রেখেই নিয়োগ হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মীরা হালদার বলেন, ‘‘আমাদের পুরসভায় নিয়োগে কোনও দুর্নীতি হয়নি। সেটা আমি জোর গলায় বলতে পারি। দুর্নীতিতে আমি নেই। তাই যাতে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হয়, বাইরে থেকে পরীক্ষা চলে সেই জন্য ব্যবস্থা নিই। বিভিন্নভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওই সংস্থার সঙ্গে তখন যোগাযোগ হয়েছিল। ২০১৬ সালে পরীক্ষা হয়। নিয়োগ হতে হতে ২০১৭ হয়ে যায়। ১৫ জন মনে হয় নিয়োগ হয়েছিল। একজন সরে যান। এই নিয়োগে কোনও প্রশ্নের জায়গাই নেই। প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন কেউ কোনও টাকা দিয়েছিলেন কি না।’’

যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সুফল ঘাটু বলেন, ‘‘পুরসভায় যে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। ৬০-৭০টা পুরসভায় প্রায় ৫ হাজার লোক নিয়োগ হয়েছে, সেটা ইডি আদালতে জানিয়েছে। তাতে ডায়মন্ড হারবারেরও নাম আছে।

বদলির নির্দেশ, শিক্ষকের পথ আটকে কান্নায় ভেঙে পড়ল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বদলি হয়ে যাচ্ছেন প্রিয় শিক্ষকের । তাতেই যেন মন খারাপের সুর গোটা স্কুল চত্বরে। স্কুলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল পড়ুয়ারা। অভিভাবকদের মনেও বিষাদের ছায়া। ভেজা চোখে সকলেই বলছেন, ‘থেকে যান। যাবেন না স্যার।’ কখনও পরীক্ষা, কখনও স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নতির দাবিতে প্রায়শই রাজ্যের একাধিক স্কুলে বিক্ষোভ-পথ অবরোধে দেখা গেলেও, এবার প্রিয় শিক্ষককে রাখতে চেয়ে পথ অবরোধ নন্দকুমার ব্লকের বরগোদা জালপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। ঘটনাস্থলে বিডিও এবং পুলিশ।

নন্দকুমার ব্লকের বরগোদা জালপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখর ধর। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার বদলির নির্দেশ এসেছে। তাঁর পরিবর্তে ওই স্কুলে নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। আর তা মেনে নিতে নারাজ ওই স্কুলের ছোটো ছোটো ছাত্র-ছাত্রী এবং তাঁদের অভিভাবকেরা। রাজ্যজুড়ে বর্তমান সময়ে আলোচনার

কেন্দ্রবিন্দুতে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি। মুখ পুড়ছে শাসকদলের। ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে গোটা শিক্ষক সমাজের। সেখানে বরগোদা জলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখর ধরের বদলে রুখতে কান্নায় ভেঙে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীরা। বদলির প্রতিবাদে সামিল হলেন তাদের অভিভাবকেরা। সূত্রের খবর, এদিন স্কুল শুরুর সময় থেকে স্কুলের সামনে জড়ো হতে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা। স্কুলের সামনের বাস রাস্তায় শুরু হয় অবরোধ। দাবি একটাই, রুখতে হবে প্রধান শিক্ষকের বদলি। অভিভাবকদের মতে, ‘প্রধান শিক্ষক শেখর ধরের কারণে স্কুলের সামগ্রিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার প্রতিভা বিকাশ হয়েছে। এখন যদি তিনি বদলি হয়ে যান তাহলে স্কুল অচল হয়ে পড়বে। মন খারাপ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখর ধরেরও। তিনি জানান, ‘তাঁর চাকরি জীবনের প্রায় ২২ বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। শেষ সাত বছর ধরে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারি নির্দেশে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। এখন সরকারি নির্দেশেই তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।’ তবে ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকেরা তাঁকে যে ভালোবাসায় বেঁধে রেখেছে তাতে তিনি আপ্লুত বলেও জানিয়েছেন।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

রোজা এবং রমজানের ইতিহাস

রমজানে অতিরিক্ত ইবাদত হিসেবে রয়েছে তারাবিহর নামাজ। যদিও সেটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি হজরত মহম্মদ সা. প্রথমদিকে জামাতের সাথে সে নামাজ আদায় করলেও পরে জামাতে করেননি। পাছে সেটি মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। তবে খলিফা উমার রা. পুনরায় জামাতে আদায় করা শুরু করেন তাঁর শাসনামলে। তবে শিয়ারা তারাবিহকে নবউদ্ভাবন বলে পরিত্যাগ করে থাকে। আট থেকে ২০ রাকাত পর্যন্ত তারাবিহ নামাজ আদায় করা হয়ে থাকে। তবে মক্কার হারাম শরিফে ২০ রাকাতই আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, ফজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে খেয়ে রোজা রাখাকে সাহরি আর সূর্যাস্তের পর খেয়ে রোজা ভাঙাকে ইফতার বলা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন মাহমুদ

সারা বিশ্বজুড়ে প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মুসলিমের কাছে রমজান মাস একটি পবিত্র সময়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রেখে তারা এ সময়টি পার করে থাকে। কিন্তু কবে প্রথম এই মাসব্যাপী রোজা বাধ্যতামূলক করা হয়? ইসলামের পূর্বেই বা রোজা কেমন ছিল? এসব নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

'রামাদান' (ভাষাগত অপভ্রংশ— রমজান) শব্দটা এসেছে আরবি মূল রামিদা বা আর-রামাদ থেকে, যার মানে প্রচণ্ড উত্তাপ কিংবা শুষ্কতা। আরবি বর্ষপঞ্জির নবম মাস হল রমজান। হজরত মহম্মদ সা. প্রথম ওহী পেয়ে নবি হয়েছিলেন ৬১০ সালের রমজান মাসেই। এ মাসের যে রাত্রিতে প্রথম আয়াতগুলো নাজিল হয় (সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচ আয়াত) সে রাতকে বলা হয় শবে কদর বা লাইলাতুল কদর (আরবিতে লাইলগু রাত)। বলা হয়েছে যে, রমজানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় রাত্রির কোনও এক রাত্রি এই শবে কদর। প্রসিদ্ধ মতে সেটা ২৭ তারিখ ধরে নেওয়া হয়। যদিও আরেক মতে সেটি ২৩তম রাত্রি। তবে নিশ্চিতভাবে এই রাতটি পাবার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ইতিকাফ করে থাকেন। অর্থাৎ নির্জনে টানা ১০ দিন প্রার্থনা। আর এই রমজান শেষ হওয়া মানেই ইদুল ফিতরের আগমন যা মুসলিমদের প্রধান দুটি উৎসবের একটি।

পুরোপুরি প্রমাণিত না হলেও, মতবাদ আছে যে, নবি হজরত ইব্রাহিম আ. এর সহিফা নাজিল হয়েছিল তৎকালীন রমজানের প্রথম দিবসে, তাওরাত এসেছিল ৬ রমজান, যাবুর ১২ রমজান আর ইঞ্জিল ১৩ রমজান। যদিও আরবের বাইরে রমজান মাস হিসেব করা হত না, কিন্তু এই হিসেবটা ভিন্নজাতিক পঞ্জিকার সাথে মিলিয়ে স্থির করা হয়েছে বলে বলা হয়।

তবে পুরো একমাস পবিত্র রমজান মাসের রোজা রাখার আদেশ অবতীর্ণ হয় যখন নবি হজরত মহম্মদ সা. এবং সাহাবীরা মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করেন তার পরে। সেটা ছিল হিজরতেরও ১৮ মাস পরের ঘটনা। তখন আরবি শাবান মাস চলছিল।

"রমজান মাসই হল সে মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরান, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে।" 'পবিত্র কোরান, বাকারা ২— ১৮৫'

তবে এমন না যে, এর আগে কেউ রোজা রাখত না। অবশ্যই রাখত। কোরানেই বলা রয়েছে যে, আগের জাতিগুলোর জন্যও রোজা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, সেটা রমজান না হলেও।

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" 'পবিত্র কোরান, বাকারা ২— ১৮৩'

এমনকী মক্কার মানুষেরাও ইসলামের পূর্বে রোজা রাখত, তবে সেটা কেবল মুহররম মাসের দশম দিন, আশুরার রোজা। কারবালার ঘটনা তখনও ঘটেনি। আশুরার প্রধান উপজীব্য ছিল হজরত মুসা আ. এর নেতৃত্বে মিশর থেকে বনী ইসরাইলের মুক্তি এবং লোহিত সাগর দু'ভাগ হয়ে যাবার ঘটনা। আত্মসংযম আর আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে অন্যরাও রোজা রাখত বটে।

৭৪৭ সালের একজন আরব লেখক আবু যানাদ জানান যে, উত্তর ইরাকের আল জাজিরা অঞ্চলে অন্তত একটি মান্দাইন সমাজ ইসলাম গ্রহণের আগেও রমজানে রোজা রাখত। প্রথম থেকেই রমজানের রোজা রাখা শুরু হত নতুন চাঁদ দেখবার মাধ্যমে, তাই অঞ্চল ভেদে রোজার শুরুও ভিন্ন হত। এখন মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দেশের মুসলিমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক সময়ানুসারে সেখানে রোজা রাখতে পারে না, যেহেতু সেখানে দিনরাত্রির পার্থক্য করা দুরূহ। তাই নিকটতম স্বাভাবিক দেশের সময়সূচি কিংবা মক্কার সময় মেনে তারা রোজা রাখে এবং ভাঙে।

রমজানে অতিরিক্ত ইবাদত হিসেবে রয়েছে তারাবিহর নামাজ। যদিও সেটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি হজরত মহম্মদ সা. প্রথমদিকে জামাতের সাথে সে নামাজ আদায় করলেও পরে জামাতে করেননি। পাছে সেটি মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। তবে খলিফা উমার রা. পুনরায় জামাতে আদায় করা শুরু করেন তাঁর শাসনামলে। তবে শিয়ারা তারাবিহকে নবউদ্ভাবন বলে পরিত্যাগ করে থাকে। আট থেকে ২০ রাকাত পর্যন্ত তারাবিহ নামাজ আদায় করা হয়ে থাকে। তবে মক্কার হারাম শরিফে ২০ রাকাতই আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, ফজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে খেয়ে রোজা রাখাকে সাহরি আর সূর্যাস্তের পর খেয়ে রোজা ভাঙাকে ইফতার বলা হয়।

অনেক খ্রিস্টানও রোজা রেখে থাকে। তবে কিছুটা ভিন্ন অর্থে। বাইবেলে বর্ণিত যীশু খ্রিস্ট নিজেও টানা ৪০ দিন রোজা রেখেছিলেন। (ম্যাথু— ৪, লুক— ৪)

আদি খ্রিস্টানরাও রোজা রেখে ছিলেন বলে বাইবেলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (অ্যাক্টস ১৩— ১-৫, ১৪—২৩, ২৭—৯) এখনও অনেক ধর্মপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ইস্টার সানডের আগের ছয় সপ্তাহ এই প্রথা পালন করেন, একে লেন্ট বলা হয়।

উল্লেখ্য, আরবিতে সিয়াম বললেও উপমহাদেশে ফার্সি 'রোজা' শব্দটাই বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে। আরবি 'সাওম' শব্দ কিংবা সিরিয়াক 'সাওমা' অথবা আদি হিব্রু 'সম' শব্দের মূল অর্থ 'বিরত থাকা।' শুধু খ্রিস্টান বা মুসলিম নয়, ইহুদি ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসীয়, সনাতন, তাও কিংবা জৈনবাদ— সকল ক্ষেত্রেই আছে উপবাসের প্রচলন। রমজানের রোজা ছাড়াও মুসলিমদের জন্য শাওয়াল মাসের যেকোনও ৬ দিন, প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩-১৫ তারিখ, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি দিবসে রোজা রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে ইদের দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ।

একমাত্র যে ধর্মের ব্যাপারে রেকর্ড পাওয়া যায় যেখানে রোজা রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, সেটি হল আদি পারস্যের ধর্ম বা জরাথ্রুস্টবাদ। তবে মুসলিমদের মতো কঠোরভাবে রোজা রাখে কেবল ধার্মিক ইহুদিরাই। বছরে ছয় দিন তাদের বাধ্যতামূলক রোজা রাখতে হয়। সাব্বাথ (সাপ্তাহিক ছুটির শনিবার) দিবসে রোজা রাখা তাদের জন্য হারাম। 'ইয়ম কিপুর'

(হিব্রুতে ইয়মগু দিন, কিপুরগু প্রায়শ্চিত্ত) এর দিন অবশ্য অবশ্য রোজা রাখতে হবে। এদিন ইহুদি বিশ্বাস মতে, এক বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং তারা টানা ২৫ ঘণ্টা রোজা রাখে।

নবি হজরত মহম্মদ সা. যখন মদিনা এলেন, তখন তিনি দেখলেন ইহুদিরা আশুরার রোজা রাখছে। যদিও তারা ইসরায়েলে থাকতে ইহুদি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করত। সেখানকার ইহুদি মাস তিশ্রির দশম দিবসে তারা রোজা রাখত (ইয়ম কিপুর)। আরবে তারা সেটার সাথে মিলিয়ে মুহররমের দশম দিন অর্থাৎ আশুরার দিন রোজা রাখত। হজরত মহম্মদ সা. জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেন রোজা রাখে? তারা উত্তর করল, এদিন আল্লাহ বনি ইসরাইলকে রক্ষা করেছিলেন এবং হজরত মুসা আ. এজন্য রোজা রেখে ছিলেন। তখন হজরত মহম্মদ স. মুসলিমদেরও এই রোজা রাখতে নির্দেশ দেন। যেহেতু হজরত মুসা আ. ইসলাম ধর্মেও নবি। তবে তিনি সাথে অন্তত একদিন অতিরিক্ত রাখতে বললেন, আগের দিন কিংবা পরের দিন। পেছনের কাহিনি মক্কাবাসীরা না জানলেও, তারা ঠিকই আগে থেকে এ দিন রোজা রাখত। এমনকী ইসলামের আগে হজরত মহম্মদ স. নিজেও রেখে ছিলেন। রমজানের রোজা বাধ্যতামূলক হবার আগে এ রোজাটা সবাইকে রাখতে হত। রমজানের রোজা আসবার পর এ রোজা নফল হয়ে যায়।

অনেকের আগ্রহের বিষয় থাকতে পারে, নবি হজরত মহম্মদ সা. ও সাহাবীরা কী খেয়ে সাহরি বা ইফতার করতেন? নবিজি সা. মাগরিবের আগে কয়েকটি ভেজা খেজুর খেতেন। তা না থাকলে শুকনো খুরমা/খেজুর আর পানি। এটাই ছিল ইফতার। একবার তিনি সফরে থাকা অবস্থায় ছাতু ও পানি মিশিয়ে ইফতার করেছিলেন। সাহরির ক্ষেত্রেও প্রাধান্য দিতেন খেজুরকে। তবে এমনটা ভাবার কারণ নেই যে খেজুরগুলো ছোটো ছোটো, আরবীয় খেজুর যথেষ্ট বড়, অন্তত আমাদের দেশের তুলনায়।

সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ রমজান মাসটি পালন করে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে এবং পরম আগ্রহে সাদরে বরণ করে নেয় রমজান শেষে ইদকে। সবাইকে রামাদান মোবারাক।

রোজার জন্য যে যে বিষয়গুলো জানা জরুরি

রমজান মাস ঘনিয়ে আসছে। এ মাসে রয়েছে মহান আল্লাহর রহমত এবং সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে রমজানের ইবাদত-বন্দেগি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে মানুষ। মাসজুড়ে উপবাস করাই রমজানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাৎপর্যপূর্ণ এ মাস শুরুর আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নেওয়া জরুরি।

রমজান আসার পূর্বে তওবা ইস্তেগফার করে যাবতীয় কল্যাণ লাভে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। রোজা রেখে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না, তা জানা থাকলে সঠিকভাবে আমরা রোজা পালন করতে পারব।

বিগত রমজানের যদি কোনও কাজা রোজা থাকে, তাহলে রমজান শুরুর আগেই সেগুলো আদায় করে নেওয়া জরুরি। রমজানজুড়ে আমরা কখন কী আমল করব তার একটা রুটিন তৈরি করাও জরুরি। কেননা, আগাম রুটিন থাকলে রমজানে চরম ব্যস্ততার মাঝেও আমরা আমলগুলো যথাসময়ে আদায় করতে পারব।

সাওম বা সিয়াম আরবি শব্দ। এর অর্থ হল কোনও কিছু থেকে বিরত থাকা। ইসলামের রোজার বিধান হল সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত দিনের বেলায় যেকোনও ধরনের পানাহার, মিথ্যা বলা, হানাহানিতে জড়ানো-সহ রোজা ভেঙে যায় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা।

পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, "রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো।" (সূরা বাকারা, আয়াত— ১৮৭)

যে কাজে রোজা ভেঙে যায়

ওষুধ ও ধূমপান পানাহারের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বেচ্ছায় যেকোনও প্রকার বীর্যপাত স্ত্রী-সংগমের অন্তর্ভুক্ত। কোনও স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করে তবে স্ত্রী শুধু রোজা কাজা করবে এবং স্বামীর কাজা-কাফফারা দুটোই করবে।

এ ছাড়া যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে প্রতিবিধান হিসেবে শুধু কাজা করতে হয়, কাফফারা দিতে হয় না। এমন কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে—

- ইচ্ছা করে বমি করা
- বমির বেশিরভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা
- মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব
- ইসলাম ত্যাগ করলে
- গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা স্যালাইন দিলে
- কুলি করার সময় অনিচ্ছায় গলার ভেতর পানি প্রবেশ করলে
- প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে
- রোজাদারকে জোর করে কেউ কিছু খাওয়ালে
- রাত অবশিষ্ট আছে মনে করে সুবেহ সাদিকের পর পানাহার করলে
- ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে
- মুখ ভরে বমি করলে
- ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরও কিছু খেলে
- বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা খেয়ে ফেললে
- কান বা নাক দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে
- জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে
- অল্প বমি মুখে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা গিলে ফেললে
- রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুতে কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার সময় ভেতরে পানি চলে গেলে (ফাতাওয়ায়ে শামি ও ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)

যেসব কাজে রোজা ভাঙবে না

- গোসল করা।
- কুলি করা।
- নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ব্যক্তির স্ত্রীকে আসক্তিহীনভাবে চুম্বন করা বা জড়িয়ে ধরা।
- পানি দিয়ে নাক-মুখ ধোয়া।
- মুখের লালা খাওয়া।
- (রান্নার কাজে জড়িত লোকেরও) খাবার না খেয়ে স্বাদ চেখে দেখা।
- (প্রয়োজনে) ইনজেকশন নেওয়া।
- ফুল বা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- ভুলে কোনও কিছু খাওয়া বা পান করা।
- অবিচ্ছিন্নভাবে অল্প বমি করা।

ছোটোগল্প

নিখুঁত টাইমিং

কাজী সামসুল আলম

বি এ পাস করে কম্পিউটার শিখতে কম্পিউটার স্কুলে ভর্তি হল রতিকান্ত। বন্ধু-বান্ধবরা বলেছিল শুধু বি এ পাস করে এখন আর চাকরি পাওয়া যাবে না। ছোটোখাটো দোকান কিংবা কোনো ছোট ব্যবসায়ীর কাছে কাজে লাগলেও কম্পিউটার জানা এখন আবশ্যিক। একসাথে বড়ো হওয়া গ্রামের বন্ধুসম শ্যামাপদদা বলেছিল, "সরকারি চাকরির কথা তুই ভুলে যা, তুই কি আর টাকা দিতে পারবি? তার চেয়ে ভালো কোনো একটা বেসরকারি কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করা, তার জন্য তোকে কম্পিউটার শিখতেই হবে। কম্পিউটার না জানলে কেউ তোর বায়োডাটা পর্যন্ত দেখবে না।" সেই শ্যামাপদদার কাছে হাজার খানেক টাকা ধার নিয়ে যুব কম্পিউটারে ভর্তি হয়েছিল। শ্যামাপদদা বলেছে, "ওখানে ভালো করে না শেখালেও ওর সার্টিফিকেটটা কাজে লাগবে, প্রাইভেটের সার্টিফিকেট কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না।" বাকি দেড় হাজার টাকা মায়ের কানের দুল বন্ধক দিয়ে নিয়ে এসেছে।

এক বছরের কোর্স, ভর্তি ফি আড়াই হাজার টাকা, মাসে মাসে ছ'শো টাকা দিতে হবে। এই টাকা জোগাড় করবে কী করে? শ্যামাপদদা বুদ্ধি দিয়েছিল, "আমি তোকে কয়েকটা টিউশনি ঠিক করে দেবো। শ্যামাপদদা ঠিক করে দিয়েছিল, রেলের এক কর্মীর ছেলে জানুয়ারিতে ইংলিশ মিডিয়ামের লোয়ারে ভর্তি হবে, তাকে এ বি সি ডি শেখাতে হবে। মাসে চারশো দেবে। প্রতিদিন সকালে যেতে হবে।" হেসে বলেছিল, "তোর দরকার টাকা, কে পড়ল তোর জানার দরকার নেই। জানুয়ারি থেকে আরও এক দু'জন ঠিক করে দেবো, তোর চলে যাবে।"

জমিজমাহীন রতিকান্তের বাবার সংসারের আয় বলতে স্টেশনে রেল লাইনের ধারে খোলা আকাশের নীচে তালা সারাইয়ের দোকান। রোদ-বৃষ্টিতে একটা বাঁশের বাতা গেড়ে ছাতাখানকে বেঁধে তার নীচে বসে তালা, হ্যারিকেনের লিক সারাই, কিংবা ছোটোখাটো ঝালাইয়ের কাজ। দুপুরে রাত্রে বাড়ি ফেরার আগে কাঠের বাক্সে সব কিছু ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে উপরে ত্রিপলের টুকরোকে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে আসা। তাও মাঝে মাঝে নতুন আরপিএফ-বাবু এলে দু-একটা সিগারেট দিয়ে মন জুগিয়ে চলতে হয়। না হলে তুলে দেওয়ার হুমকি দেয়। কোনোদিন পঞ্চাশ টাকা, কোনোদিন একশো টাকা রোজগার হয়। এতে কি আর সংসার চলে? রতিকান্তের মা দিনের রোজগারের টাকা শুনে মন খারাপ করলে রতিকান্তের বাবা বলে, "কী করি রতির মা, লোকে আর পুরানো জিনিস সারাই করতে চায় না, ফেলে দেয়। সবার হাতে এখন অনেক অঢেল টাকা। আমরাই শুধু গরিব রয়ে গেলাম।"

রতিকান্তর বাবা আগে পায়ে চালানো কাঠের তিন চাকার ভ্যান চালাতো। মানুষজন থেকে শুরু করে আনাজের বস্তা সব বইতো। পায়ের শিরায় টান ধরে আর ভ্যান চালাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে তালা সারাইয়ের দোকান দিল, না হলে না খেয়ে মরতে হ'ত। রতিকান্তর পড়াশুনার খরচ খুব একটা জোগাতে হ'ত না, এর ওর কাছে হাত পেতে সে বই খাতা পেন জোগাড় করে নিত। ক্লাসে ভালো পড়া করত বলে স্কুলের স্যারেরাও সাহয্য করত। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে শ্যামাপদ ওকে যখন যা দরকার হয়, সাহায্য করে। ছোটো থেকেই রতিকান্তর মেধাকে কদর করে শ্যামাপদ। তাই শ্যামাপদর কোনও কথা ফেলতে পারে না রতিকান্ত।

রতিকান্তর মা বলে, "গরিবদের বেশি কথা বলতে নেই।" তাই লোকে হাজার কথা বললে হয় ও চুপ করে থাকে, নাহলে ওখান থেকে সরে পড়ে। কম্পিউটার কোর্স শেষ করে শ্যামাপদকে খুব করে ধরল রতিকান্ত, "প্লিজ শ্যামাদা, তুমি একটা কাজ জোগাড় করে দাও। বাবার রোজগারে আর হচ্ছে না, খুব কষ্টে দিন কাটছে।"

সে বলল, "দাঁড়া বাবাকে বলব, অনেক কারখানার লোক বাবার কাছে আসে নানা কাজে।"

শ্যামাপদর বাবা বিডিও অফিসের অফিসার। তাঁর সুপারিশে একটি ছোটো কারখানার লেবারের কাজে লেগেছে রতিকান্ত। পুরানো অ্যালুমিনিয়ামকে গলিয়ে অ্যালুমিনিয়াম সিট তৈরি হয় এই কারখানায়। ছোটো কারখানা, তিরিশ-চল্লিশ জন লেবার কাজ করে। শ্যামাপদকে রতিকান্ত বলেই ছিল, "লেবারের কাজ হলেও অসুবিধা নেই।" তবে রতিকান্ত যতটা কষ্টের কাজ ভেবেছিল, ততটা ভারী কাজ নয়। লোহার তৈরি হাত ট্রলিতে করে ছাঁটের টুকরো তুলে নিয়ে গিয়ে চুল্লির কাছে উলটে দেওয়া। বেশ হালকা কাজ। মাসে মোটামুটি সব দিন কাজ করলে হাজার চারেক টাকা হয়ে যায়। দেড়শো টাকা মজুরি। বাসভাড়া, দুপুরের ভাত খাওয়ার খরচ বাদ দিয়ে মায়ের হাতে মাসে তিন হাজার টাকা তুলে দেয় সে। দিনে কী রান্না হয় জানে না, তবে প্রতিদিন রাত্রে মা তার জন্য ডিমের ঝোল রেঁধে রাখে। তার মা মনে করে, 'অল্প বয়স থেকে পেট ভরে না খেতে পেয়ে শরীরটায় মাংস তৈরি হয়নি ছেলেটার। তার উপরে এখন শ্রমিকের কাজ, যতই ছেলে বলুক হালকা কাজ, পরিশ্রম ছাড়া কেউ টাকা দেবে না'।

দশ বছর হয়ে গেল এই কারখানায় কাজ করছে রতিকান্ত। লেবার থেকে সুপারভাইজার, সুপারভাইজার থেকে জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়েছে এখন। মেধার জোরে ইঞ্জিনিয়ার না হয়েও কারখানার উৎপাদনের খুঁটিনাটি তার জানা। কাজের প্রয়োজনে সে একদম ছুটি নিতে পারে না। ম্যানেজার থেকে লেবার সবারই রতিকান্তকে চাই। পান থেকে চুন খসলেও রতিকান্তকে দরকার পড়ে। রতিকান্তও হাসিমুখে হাজির সবার প্রয়োজনে। কোম্পানি তাকে গাল ভারী একটা পদ দিয়েছে বটে, 'জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার', রতিকান্তও জানে, আসলে সবাই তাকে একটা পাতি সুপারভাইজার ভাবে। শ্যামাপদ বারবার বলেছে, "রতিকান্ত কাজটা শিখে নে, প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে ডিগ্রির চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম বেশি।" রতিকান্ত কাজ শেখার জন্যই এতদিন সবার সব কথা হাসি মুখে শুনে এসেছে।

কিন্তু আজ তার খুব মন খারাপ। বাবার পায়ের অপারেশন না করলে বাবা আর চলতে পারছে না। মা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখে

বলেছেন, "এসব কী এইসব হাসপাতালে চিকিৎসা হয়?" একটা ফোন নম্বর লিখে দিয়ে বলেছিলেন, "এই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে, না হলে আর হাঁটতে পারবেন না।" সেই ডাক্তার অনুরাগ সেন দেখে বলেছিলেন, "অপারেশন করতে হবে, দিন চারেক বেডে থাকতে হবে, তারপর বাড়ি যেতে পারবেন।" এত ভালবাসে যে ম্যানেজার, সেই শর্মা সাহেব কিছুতেই তাকে চারদিন ছুটি দেবেন না। বলছেন, "এই তো ক'দিন আগে তুমি বাবাকে ডাক্তার দেখাবে বলে দু'দিন ছুটি নিলে। আবার ছুটি নিলে কী করে চলবে? তাও চারদিন ? হয় নাকি ?" অনেক অনুরোধ করে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান দেখিয়ে পনেরো মিনিট ম্যানেজারের চেম্বারে দাঁড়িয়ে থেকে তবে চারদিনের ছুটি মিলেছে। খুব খ্যাচ খ্যাচ করে শর্মা সাহেব। কারণে অকারণে 'কাম চোর' বলে খোঁটা মারে।

চারদিনে হাসপাতাল থেকে বাবাকে ছাড়ল না। এদিকে মা শহরে একা একা হাসাপাতালে যেতেও পারবে না, ফিরতেও পারবে না। অগত্যা রতিকান্তকে নিজেকেই যেতে হল পঞ্চম দিনেও। হাসপাতালে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে ম্যানেজার থেকে শুরু করে সবার ফোন আসা শুরু হয়েছে। সবার ফোন ধরার চেষ্টা করেছে। একই উত্তর দিয়েছে, "আজকের দিনটা ক্ষমা করুন স্যার, বাবাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়েনি। ডাক্তার বলেছেন, কাউকে না কাউকে বাড়ির লোককে থাকতে হবে। আজ যদি ছেড়ে দেয়, তো কাল কারখানায় যেতে পারব।"

কিন্তু না, অপারেশনের চারদিন পরও পায়ের অপারেশনের জায়গাগুলো থেকে পুঁজ, রস বেরোনো কমছে না। ছয় দিনের দিন বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা রতিকান্তকে বললেন, "যে ডাক্তার অপারেশন করেছিলেন তিনি মুম্বই চলে গিয়েছেন বিশেষ কাজে, অন্য ডাক্তার ঠিক কারণটা বুঝতে পারছেন না। যার ফলে সমস্যা হচ্ছে। সেখানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অন লাইন যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম আমরা, উনি ভিডিও দেখেছেন, ওষুধ সাজেস্ট করেছেন। চাইলে আপনি পেশেন্ট বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। পরশু ডাঃ অনুরাগ সেন এসে যাবেন, সেদিন আবার নিয়ে এলেই হবে।"

রতিকান্ত হিসাব কষে দেখল, নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার গাড়ি ভাড়া যা, তার চেয়ে হাসপাতালের বেড ভাড়া কম। বাবার অসুবিধাও কম হবে তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।

ডাঃ অনুরাগ সেন দেখে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। নার্ভ, নিউরো, আর্টারির ব্যাপার, এরকম হয়েই থাকে। চিন্তার কিছু নেই। প্রয়োজনে ভিডিও তুলে আমাকে হোয়াটস্যাপ করবেন। খুব জরুরি হলে হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেবেন।" চারদিনের জায়গায় আটদিন পরে কারখানায় গেল রতিকান্ত। গেটের সিকিউরিটি বলল, "রতি, ম্যানেজার তোমার উপর খুব চটে আছেন।" রতিকান্ত এসব কথা গায়ে মাখে না। শুরুতে লেবারের কাজে লেগেছিল বলে সেই সময়ের সব স্টাফই তাকে তুমি বলে, নাম ধরে ডাকে। অফিসে যেতেই বড়বাবু বললেন, "রতিকান্ত, কাজে লাগার আগে একবার ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিও।"

খানিক খানিক ভয়ে ভয়ে অফিসে ঢুকতেই ম্যানেজার শর্মা সাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "যাও যাও আরো কিছুদিন কাটিয়ে এসো। তোমাকে খুব সৎ, ভালো ছেলে বলে জানতাম। এখানকার সবগুলোই কাম চোর। বাবার চিকিৎসার নামে মিথ্যা কথা বলে আরো চারদিন ছুটি কাটিয়ে নিলে।"

রতিকান্ত জানতো, এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে ওকে। তাই হাসপাতালের বিলের কাগজ, ডিসচার্জ সার্টিফিকেট সঙ্গেই এনেছিল। বের করে দেখাতে চাইল, না দেখেই শর্মা বলে উঠলেন, "ওসব আমার জানা আছে, বেসরকারি জায়গায় চাইলেই এমন হাজার কাগজ ওরা বানিয়ে দেয়। তুমি কাজ জানো, মানে এই নয় কোম্পানিকে ব্ল্যাক মেল করবে। তুমি কী ভেবেছো, তোমার জন্য প্রোডাকশান বন্ধ থাকবে? সেইজন্য মালিককে বলেছিলাম, কুকুরকে লেবার কখনো ম্যানেজার হতে পারে না।"

শেষ কথাটা রতিকান্তের গায়ে খুব লেগেছিল, 'কুকুর, লেবার'। কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল তার। শুধু মুখ দিয়ে বেরোল, "সরি স্যার, আর এমন হবে না।"

কদিন গুম মেরেছিল, কারও সঙ্গে সেভাবে হাসিখুশি মনে কথা বলেনি। কারখানার সেরাজুল ভাইয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব, সেই লেবারের কাজ করার সময় থেকে। আজও সেরাজুল ভাইয়ের সঙ্গে একসাথে বসে দুপুরের খাবার খায়। ইউনিয়নের নেতা সেরাজুল ভাই জিজ্ঞাসা করল, "কী হল রতিকান্ত? মন খারাপ করলে চলবে, কারখানার মালিকরা এমন কথাই বলে, কদিন পরে দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" রতিকান্ত মুখে কৃত্রিম হাসি এনে বলেছিল, "না সেরাজুলদা, সেজন্য নয়, বাবার জন্য অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর পুরোপুরো ভালো হবে কি না বুঝতে পারছি না।"

মাসের দশ তারিখ বেতন দেয় কোম্পানি। এগারো তারিখ সকালে ঘুম ভাঙতেই ফোনের সুইচ অন করল। ঘুম জড়ানো চোখে দেখল, হ্যাঁ ঠিক তাই, ব্যাঙ্কের ম্যাসেজ, বেতন ঢুকেছে। ফোন রেখে বাইরে বেরিয়ে দেখল মা উনুনে আঁচ দিচ্ছে, রান্না করছে। বলে উঠল, "না মা রান্না কোরো না, আজ কারখানায় যাব না।"

"কেন? শরীর খারাপ করছে বুঝি, তুই তো আজ পর্যন্ত কোনোদিন বিনা কারণে কাজ বন্ধ করিসনি।"

"না শরীর খারাপ নয়। অন্য কাজ আছে। আমি একটু সাইবার কাফে যাব। দু-একটা মেল করার আছে। কারখানায় গেলে এসব করার সময় পাবো না। দু-দণ্ড বসতে দেয় না। নিজের কাজ তো দূরের কথা।"

কপাল ভালো দেবমাল্য স্যারকে প্রথম চান্সেই ফোনে পেয়ে গেল, ব্যস্ততার মাঝেও স্যার ফোন ধরে সব শুনলেন রতিকান্তের কথা। শর্মা সাহেবের আগের ম্যানেজার দেবমাল্য দাশগুপ্ত খুব ভাল মানুষ ছিলেন, তিনিই রতিকান্তকে সুপারভাইজার থেকে জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করে দিয়েছিলেন। আরো বড় কারখানার চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছেন আসানসোলে। যাওয়ার আগে রতিকান্তকে বলেছিলেন, "কোনোদিন অসুবিধা হলে ফোন করিস রতিকান্ত।" দেবমাল্যর কথামতো সাইবার ক্যাফে গিয়ে বায়োডাটা, সার্টিফিকেট সব মেল করে দিয়ে দুপুরের আগেই বাড়ি ফিরে এসেছে।

রতিকান্তর মা বাইরের উনুনে বসে মুড়ি ভাজছিল, "একজন অপরিচিত লোক এসে বলল রতিকান্ত আছে?"

"বাড়ি নেই, আপনি কে?"

"আমি সিরাজুল, ওর কারখানায় কাজ করি। আমরা এক সময় এক সঙ্গে কাজ করতাম।"

রতিকান্তের মা বলল, "হ্যাঁ আপনার অনেক গল্প বাড়িতে এসে করে। মুড়ি ভাজা বন্ধ করে ঘর থেকে একটা টুল এনে দিয়ে বলল, বসুন। চা দিই।"

সিরাজুল বলল, "বসব না, ডেপুটি ম্যানেজার সাহেব বড় রাস্তায় গাড়িতে বসে আছেন, আমায় পাঠিয়েছেন, রতিকান্তর খবর নিতে। দশদিন হল কারখানায় যায়নি, কারখানার সবার ফোন নম্বর ব্লক করে দিয়েছে। তাই শর্মা সাহেব আমাদের পাঠিয়েছেন। ওকে ছাড়া যে চলছে না মাসিমা। এতদিন পরে সবাই বুঝেছে।"

রতিকান্তর মা ছেলের কথা মতো বলল, "ছেলে তো বাড়িতে নেই। ওর বন্ধু খুব অসুস্থ, তাই বাইরে গিয়েছে, কারোরই ফোন ধরছে না। আমায় ফোন করলে বলব, আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেবে।" যাওয়ার দিন রতিকান্ত বলে দিয়েছিল, "আসানসোল খুব কাছে মা, এক মাস অন্তর চলে আসব। বাবার খেয়াল রেখো, নিজের খেয়াল রেখো। কারখানার কেউ এলে সত্যি বলো না। সেখানে মন না টিকলে আবার যদি আসতে হয়? কারও মুখের উপর গরিবদের কটূ কথা বলতে নেই।"

কারখানায় ফিরে যেতেই সিরাজুলের ফোন বেজে উঠল, রতিকান্তর ফোন, "দাদা, একটু চাপে আছি। ম্যানেজার সাহেবকে বলবেন, মাস খানেক দেরি হবে।" ফোনের মধ্যে কারখানার মেশিনের শধ পেল সিরাজুল। সিরাজুল বুঝতে পেরে জানতে চাইল, "বেতন কি ওখানে অনেক বেশি? সুযোগ থাকলে বলো, চলে যাবো।"

রতিকান্ত হেসে বলল, "কারখানার কাজ ছেড়ে জ্যোতিষ চর্চা করো সিরাজুলদা। আবার ফোন করব, তোমায়।" সিরাজুল ফোন রেখে আপন মনে বলল, "ছেলেটার নিখুঁত টাইমিং জ্ঞান আছে।"

গগনযান মিশন ব্যর্থ হলে মহাকাশচারীদের কীভাবে বাঁচানো হবে, পরিকল্পনা সারা ইসরোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইসরো আগাপাছতলা ভেবেই এবার নতুন মহাকাশ মিশনে নামছে। খুব শীঘ্রই গগনযান মিশনে নামার কথা ইসরোর। এই মিশনে ইসরো মহাকাশচারীদের পাঠাবে মহাকাশে। তাই এই মিশন ব্যর্থ হলে কীভাবে মহাকাশচারীদের বাঁচানো হবে, সেই পরিকল্পনা সেরে অভিযানে নামছে ইসরো।

ইসরোর বিজ্ঞানীরা জানেন, একটি মাত্র ছোট্ট ভুল মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে জীবন। তাই ভারতীয় মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাঠানোর আগে, তাদের রক্ষার ব্যাপারে ভেবে নিচ্ছে ইসরো। তারপর গগনযান উৎক্ষেপণ করবে তারা। ৩৪ বছর পর ভারতীয় মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা হয়েছে, তা সফল করতে বদ্ধপরিকর ইসরো। ১৯৮৪ সালের ৩ এপ্রিল স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা রাশিয়ার সয়ুজ টি-১১ মহাকাশযানে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। মহাকাশে যাওয়া প্রথম ভারতীয় হিসেবে রাকেশ শর্মা নিজের নাম খোদাই করেন। তার ৩৪ বছর পর ভারত দেশীয় মহাকাশযানে ভারতীয় মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২০১৮ সালে সেই পরিকল্পনা গ্রহণের পর গগনযান মিশন নিয়ে বিস্তর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইসরো সেই মিশন তৈরির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মহাকাশ সংস্থার প্রকৌশলীরা সাফল্যের খোঁজে সবরকম চেষ্টা করে চলেছে। এমনকী মিশনটি ব্যর্থ হলে কীভাবে মহাকাশচারীদের রক্ষা করা হবে, সেই পরিকল্পনাও করে রাখছে।

গগনযান মিশন সফল করতে বদ্ধপরিকর হয়ে কাজ করছে ইসরো, কিন্তু যদি ব্যর্থ হয়, জরুরি পরিস্থিতিতে মহাকাশচারীদের বাঁচানোর জন্য ক্রু এস্কেপ সিস্টেম মোতায়েন রাখছে।

এই পরীক্ষার জন্য বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের দ্বারা একটি ক্রু মডেল তৈরি করা হয়েছে। ক্রু এস্কেপ সিস্টেম ওই ফাইটার জেটে ইজেকশন সিটের মতো কাজ করবে। সেখানে থাকবেন মহাকাশচারীরা। ইসরো জানিয়েছে, ক্রু এস্কেপ সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন উচ্চতায় কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যদি রকেটের পর্যায়গুলি আলাদা হওয়ার আগে লিফটঅফের পরে কোনো ত্রুটি বা কোনো সমস্যা হয়, তখন এই সিস্টেম অভিনব পদ্ধতিতে মহাকাশচারীদের রক্ষা করবে। মহাকাশ সংস্থাগুলি মানুষকে মহাকাশে পাঠাতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

এস্কেপ সিস্টেমটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, রকেট থেকে এটিকে আলাদা করে মডিউলের উপর সিরিজ থ্রাস্টার ফায়ার করে মডিউলটিকে দ্রুত গতিতে ছিটকে দেওয়া হয়। তারপর মডিউলটি সমুদ্রে ছিটকে পড়ে বা প্যারাসুটের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে। মহাকাশচারীদের বাঁচাতে এই প্রয়াস ইসরোর। ভারতীয় স্পেস এজেন্সি ২০১৮ সালে প্রথম ক্রু এস্কেপ সিস্টেম পরীক্ষা পরিচালনা করে। তারপর মহাকাশচারীদের সঙ্গে ক্রু মডিউলকে দ্রুত লঞ্চ ভেহিকেল থেকে নিরাপদ দূরত্বে টেনে নেওয়ার প্রযুক্তির ক্ষমতা প্রদর্শন করে। ইসরো শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ২.৭ কিলোমিটার উচ্চতায় ১২.৬ টন ভর-সহ একটি সিমুলেটেড ক্রু মডিউল চালু করেছে। ইসরো দেখিয়েছে, উৎক্ষেপণের পরে ২৫৯ সেকেন্ডের মধ্যে সিস্টেমটি রকেট থেকে দূরে সরে যায় এবং বঙ্গোপসাগরের উপরে উঠে যায়। শ্রীহরিকোটা থেকে প্রায় ২.৯ কিলোমিটার দূরে প্যারাসুটের মাধ্যমে তা পৃথিবীতে ফিরে আসে। যেখানে তিনটি নৌকা তাদের পুনরুদ্ধার করে।

ফিরছেন নাসার স্পেস-এক্স ফাইভ মিশনের নভোচারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাকাশ ঘুরে পৃথিবীতে ফিরছেন নাসার নভোশ্চররা। নাসার স্পেস-এক্স ফাইভ মিশনের নভোচারীরা খুব শীঘ্রই নামবেন পৃথিবীতে। তাঁর পৃথিবীতে ফিরে কোন সাফল্যের খোঁজ দেন সেইদিকে তাকিয়েই রয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞান। রবিবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে তাঁদের পৃথিবীতে ফেরার জন্য আনডক করা হয়েছে।

নাসা এদিন জানিয়েছে, স্পেস এক্স ড্রাগন মহাকাশযানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের হারমনি মডিউল থেকে ক্রু ফাইভের মহাকাশচারীদের বহন করে আনছে। তারা আনডক করেছে এদিনই। প্রায় ছয় মাস-ব্যাপী বিজ্ঞান মিশন সম্পূর্ণ করার পর তারা ফিরে আসতে চলেছে।

স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন মহাকাশযানটিতে রয়েছেন নাসার মহাকাশচারী নিকোল মান ও জোশ কাসাডা। জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি বা জাক্সার নভোচারী কোইচি ওয়াকাতা এবং রসকসমস মহাকাশচারী আনা কিকিনা। রবিবার আন্তর্জাতিক সময় ১২টা ৫০ মিনিটে হারমনি মডিউল থেকে তা আনডক করা হয়েছে। স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন ফাইভ মিশনটি ২০২২ সালের ৫ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে যাত্রা করেছিল। স্পেসএক্স ফ্যালকন নাইন রকেটে করে তা পাড়ি দিয়েছিল মহাকাশে। পরের দিন মহাকাশযানটি স্পেস স্টেশনে পৌঁছয়।

এই ক্রু ড্রাগন মহাকাশযানে ফিরে আসা চার মহাকাশচারী ছাড়াও তিনজন মহাকাশচারী একটি সয়ুজ মহাকাশযানে ফিরবেন আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে। ক্রু সিক্স মিশনটি ২ মার্চ কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে অনুরূপভাবে চালু হয়েছিল, যা নাসার মহাকাশচারী স্টিফেন বোয়েন ও ওয়ারেন হোবার্গ, রাশিয়ান মহাকাশচারী আন্দ্রে ফেডিয়ায়েভ ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মহাকাশচারী সুলতান আলনিয়াদিকে নিয়ে আসছে। দুই মহাকাশযানের মহাকাশচারীরা পৃথিবীকে অবতরণ করবে শীঘ্রই। তবে তাঁদের অবতরণের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এখন ঘোষণা করা হয়নি কোথায় অবতরণ করবেন তাঁরা। তবে ফ্লোরিডার আশেপাশে কোথাও তাঁদের নামানো হবে। তার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি নাসার আর্টেমিস ওয়ান মহাকাশ যান চাঁদ থেকে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। এবার আর্টেমিস টু চাঁদে পাঁঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই আর্টেমিস টু-তে চাঁদের কক্ষপথে যাবেন মানুষ। তবে তাঁরা চাঁদে অবতরণ করবেন না। তারপর আর্টেমিস থ্রি মিশনে চাঁদের বুকে পা দেবেন নভোশ্চররা। ৫০ বছর পর আবার চাঁদে মানুষ পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে এই দুটি মিশনে নামবে নাসা। তারপর নাসার লক্ষ্য মঙ্গলে মানুষ পাঠানো। সেই লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ২০৩০ সাল। তার আগে মহাকাশচারীদের সফলভাবে ফিরিয়ে এনে নাসা প্রস্তুতি সেরে ফেলল আগামীর অভিযানের লক্ষ্যে। এখন সেই সাফল্যের দিকে তাকিয়ে নাসার মহাকাশবিজ্ঞানীরা।

নাসা ফের পাড়ি দেবে চাঁদে!

আর্টেমিস মিশন টু-এ হবে মানব অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসা ফের পাড়ি দিতে চলেছে চাঁদে! আর্টেমিস মিশন ওয়ানের সফল প্রত্যাবর্তনের পর তিন মাস কাটতে না কাটতেই আর্টেমিস মিশন টু-এর পরিকল্পনা সেরে ফেলল নাসা। চাঁদে মানব অভিযানের কবে পাড়ি দেবে, তা জানা যাবে এপ্রিলের শুরুতেই। সব ঠিকঠাক চললে ৩ এপ্রিল ঘোষণা হবে আর্টেমিস মিশন টু-এর চাঁদে পাড়ি দেওয়ার দিনক্ষণ।

আর্টেমিস মিশন ওয়ানে চাঁদে দীর্ঘতম পথ অতিক্রম করে এসেছে চন্দ্রযান ওরিয়ন। তারপর সফল যাত্রা করে ওরিয়ন পৃথিবীতে ফিরেছে ২০২২-এর ১১ ডিসেম্বর। তারপর থেকেই আর্টেমিস মিশন টু শুরুর পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। এবার মানব অভিযান চাঁদে। তবে চাঁদের মাটিতে এবার নামবেন না মহাকাশচারীরা।

নাসা জানিয়েছে, কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি আর্টেমিস টু মিশনের চারজন ক্রু-এর নাম ঘোষণা করবে। তাঁরা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবেন। তারপর ফিরে আসবেন। নাসা আর্টেমিস টু মিশনে চাঁদে ভ্রমণ করবে এমন চার মহাকাশচারীর নাম ও তাঁদের যাত্রা শুরুর দিন ৩ এপ্রিল ঘোষণা করবে।

আর্টেমিস টু মিশনে আর্টেমিস প্রোগ্রামের প্রথম ক্রু মিশন হবে, যার লক্ষ্য চাঁদে দীর্ঘমেয়াদী মানব এবং বৈজ্ঞানিক উপস্থিতি স্থাপন করা। ২.২ মিলিয়ন কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রা করে আর্টেমিস টু মিশনে তিনজন নাসার মহাকাশচারী ও একজন কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির মহাকাশচারী

থাকবেন।

আর্টেমিস টু হবে আনুমানিক ১০ দিনের একটি মিশন। ৫০ বছর পর প্রথম ক্রু মিশনে যাচ্ছে নাসা। নাসার স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেট, ওরিয়ন মহাকাশযান ও উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাউন্ড সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে। এই মিশনে ওরিয়ন মহাকাশযানের লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেমগুলিকে পরীক্ষা করা হবে। মানুষ গভীর মহাকাশে বসবাস ও কাজ করতে পারে কি না, তা খতিয়ে দেখবে। সম্প্রতি ২৬ দিনের আর্টেমিস ওয়ান মিশন শেষ করেছে নাসা। ২০২২-এর ১৬ নভেম্বরে যাত্রা করে ওরিয়ন মহাকাশযান পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল ১১ ডিসেম্বর। এই মিশনে স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেট ও ওরিয়ন মহাকাশযানের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে। চাঁদের বুকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছেন ওরিয়ন। চাঁদের উল্টোদিকের পৃষ্ঠেও তা ভ্রমণ করেছে।

এরপর দশ দিনব্যাপী আর্টেমিস টু মিশনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে নাসা। অ্যাপোলো প্রোগ্রামের পর থেকে চাঁদে আর ক্রু মিশন হয়নি অর্থাৎ মানব অভিযান হয়নি। আর্টেমিস টু মিশনে প্রথম ক্রু মিশন হবে শেষ ৫০ বছরে। এই আর্টেমিস টু মিশন প্রথম মহিলার চাঁদে অবতরণ করার পথ প্রশস্ত করবে। কেননা আর্টেমিশ থ্রি মিশনে প্রথম এক মহিলা নভশ্চরকে চাঁদে পাঠানো হবে। নাসা জানিয়েছে, আর্টেমিস থ্রি মিশনের সময় নাসার ওরিয়ন ক্রু ক্যাপসুল পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে একবার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে।

মঙ্গলের আকাশে হেলিকপ্টার

৪৮তম উড়ানে চমকপ্রদ সাফল্য নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে হেলিকপ্টার উড়িয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে নাসা। এইভাবে ৪৮তম ফ্লাইট উড়িয়ে ইমেজিং সায়েন্স টার্গেটগুলিকে রিপজিশন করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এই সংক্রান্ত অপারেশন আগের থেকে অনেকটাই বাড়িয়েছে সম্প্রতি। এখানে উল্লেখ্য, মঙ্গলে মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ায় হেলিকপ্টার ওড়ানো চ্যালেঞ্জিং।

২০২১-এর ১৯ এপ্রিল মঙ্গল গ্রহে প্রথম হেলিকপ্টার ওড়াতে সফল হয়েছিল নাসা। সেদিন মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে বাতাস হঠাৎ এলোমেলো বইতে শুরু করেছিল। তা সত্ত্বেও মঙ্গলে হেলিকপ্টার উড়িয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল নাসা। সেই শুরু, তারপর এখন পর্যন্ত ৪৮টি ফ্লাইট সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলে এই ৪৮তম ফ্লাইটে হেলিকপ্টারটি প্রায় ৩৮৭ মিটার ভ্রমণ করেছিল। লাল গ্রহের পৃষ্ঠের উপর ১২ মিটার উচ্চতায় আরোহণ করেছিল ফ্লাইটটি। এটি পারসিভারেন্স রোভার দ্বারা ক্যামেরাবন্দি করা হয়। যা দু-বছর ধরে মঙ্গলের পৃষ্ঠে কাজ করছে। হেলিকপ্টারটি প্রতি সেকেন্ডে ৪.৬৫ মিটার গতিতে উড়েছিল।

সম্প্রতি নাসার পারসিভারেন্স রোভার একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। সেই ভিডিও-তে উড়তে দেখা যাচ্ছে ইনজেনুইটি হেলিকপ্টারকে। মঙ্গলের বুকে ছোটো হেলিকপ্টারটি বাতাসে উড়ছে। সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে সম্ভবপর হয় নাসা। তা সম্প্রতি শেয়ার করা হয়েছে। নিমেষেই সেই ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। নাসা জানিয়েছে, মঙ্গলের বুকে এই ৪৮তম ফ্লাইটের লক্ষ্য ছিল ইমেজিং বিজ্ঞানে লক্ষ্যবস্তুকে পুনঃস্থাপন করা। নাসা মঙ্গল গ্রহে ইনজেনুইটি হেলিকপ্টারটির কার্যক্রম প্রসারিত করেছে। কারণ ইনজেনুইটি হেলিকপ্টার নাসার পারসিভারেন্স রোভারের সঙ্গে একটি বিজ্ঞান প্রচারে প্রবেশ করেছে।

এই ইনজেনুইটি হেলিকপ্টার মঙ্গলের পৃষ্ঠে ট্রেন্ডলিং করে পারসিভারেন্স রোভারকে সমর্থন করবে। এভাবে উন্নত প্রযুক্তিতে পারসিভারেন্স রোভার মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডে প্রাচীন জীবাণুর সন্ধান করবে। মঙ্গলে জীবনের প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা চালাবে। এভাবেই এই যৌথ প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে চাইছে নাসা। এই ইনজেনুইটি হেলিকপ্টার দ্বারা প্রদত্ত ডেটা পারসিভারেন্স রোভারকে সমৃদ্ধ করবে। পারসিভারেন্স রোভারের 'অধ্যবসায় দল' বিজ্ঞানের লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুব দূরে বা রোভারের ট্রাভার্সেবল জোনের বাইরে ইমেজিং করতে সহায়তা করবে।

নাসার বিজ্ঞানীরা এই মর্মে জানিয়েছেন, সৌর জগতের লাল গ্রহ মঙ্গলে কোনো হেলিকপ্টার ওড়ানো চ্যালেঞ্জিং। কারণ লাল গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। আমাদের গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের পৃষ্ঠে চাপ মাত্রা ১ শতাংশ। সেইসঙ্গে মঙ্গলে রয়েছে পাতলা বায়ুমণ্ডল।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

১১ ওভারেই খেল খতম, লজ্জার রেকর্ড গড়ল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের বছরে জোরদার ধাক্কা খেল ভারতের প্রস্তুতি। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে লজ্জাজনক হারের মুখ দেখতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। নিজেদের ডেরায় অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের কাছে হার এমন কিছু অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে বিশাখাপত্তনমে যেভাবে ব্যাটে-বলে আত্মসমর্পণ করেন রোহিতরা, তা নিতান্ত দৃষ্টিকটু মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কোনোরকম পালটা লড়াইয়ের লক্ষণ চোখে পড়েনি ভারতের খেলায়।

টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ভারত ২৬ ওভারে মাত্র ১১৭ রানে অল-আউট হয়ে যায়। পালটা ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ১১ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ১২১ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। ৩৯ ওভার বাকি থাকতে ১০ উইকেট ম্যাচ জেতে অস্ট্রেলিয়া।

ঘরের মাঠে অজিদের কাছে ১০ উইকেটে ওয়ান ডে ম্যাচ হার ভারতের এই প্রথম নয়। এর আগেও তারা একবার এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে। ২০২০ সালে মুম্বইয়ের ওয়ান ডে ম্যাচে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোনও দলের কাছে ভারত নিজেদের মাঠে ১০ উইকেটে ওয়ান ডে ম্যাচ হারেনি।

আরও লজ্জাজনক বিষয় হল, বল বাকি থাকার নিরিখে এটিই ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের সব থেকে বড় হার। বিশাখাপত্তনমে ভারতকে ৩৯ ওভার অর্থাৎ, ২৩৪ বল বাকি থাকতে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়া। এত বেশি বল বাকি থাকতে আগে কখনও ওয়ান ডে ম্যাচ হারেনি টিম ইন্ডিয়া। এর আগে ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২১২ বল বাকি থাকতে হার মানে ভারত। এতদিন সেটিই ছিল ভারতের সব থেকে বড় ওয়ান ডে হারের হতাশাজনক রেকর্ড।

বল বাকি থাকার নিরিখে ভারতের সব থেকে বড় ওয়ান ডে হার

১) বিশাখাপত্তনমে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই ম্যাচে ২৩৪ বল বাকি থাকতে পরাজিত হয় ভারত।

২) ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২১২ বল বাকি থাকতে পরাজিত হয় টিম ইন্ডিয়া।

৩) ২০১০ সালে ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার কাছে ২০৯ বল বাকি থাকতে হেরে বসে ভারত।

৪) ২০১২ সালে হাম্বান্তোতায় শ্রীলঙ্কার কাছে ১৮১ বল বাকি থাকতে ম্যাচ হারে টিম ইন্ডিয়া।

৫) ২০১৭ সালে ধরমশালায় শ্রীলঙ্কার কাছে ১৭৬ বল বাকি থাকতে বিধ্বস্ত হয় ভারত।

আট বছর আগে কেটেছিল খরা এবার 'মুক্তি'র স্বাদ মোহনবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আট বছর আগে সেটা ছিল মে মাসের একটা সন্ধ্যা। এই বেঙ্গালুরু এফসি বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই জাতীয় লিগের (তখন আই লিগ) খরা কেটেছিল মোহনবাগানের। আর এবার মার্চের এক নিশিতে সেই সুনীল ছেত্রীর দলকেই আইএসএল ফাইনালে হারানোর পর আরও একটা 'সুখবর' পেলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। কয়েক বছর ধরে 'রিমুভ এটিকে' দাবি তোলার পর অবশেষে এটিকে মোহনবাগানের কর্তা সঞ্জীব গোয়েঙ্কা জানালেন, আগামী মরশুম থেকে 'এটিকে' সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্লাবের নয়া নাম হচ্ছে 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস'। যে ঘোষণার পরই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। যাঁরা গুনগুন করছেন, 'সাগরের উথাল পাতাল বুকেও এই নৌকা চলে। কত ঝড় বিবাদ সামাল দিতে খেলাই কথা বলে।'

শনিবার গোয়ায় বেঙ্গালুরু এফসিকে হারিয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এটিকে মোহনবাগান। তারপরই গোয়েঙ্কা জানিয়ে দেন, মোহনবাগানের নামের আগে থেকে উঠে যাচ্ছে 'এটিকে'। আগামী মরশুম থেকে 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস' নামে তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে পালতোলা নৌকা। সেই ঘোষণার পরই যেন 'পরাধীনতার কারাগার' থেকে 'মুক্তি' পেয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। যে সমর্থকদের কাছে মোহনবাগান 'মা', মোহনবাগান 'জন্মদাত্রী'। যে সমর্থকদের রক্তের রং সম্ভবত লাল নয়, রক্তের রং 'সবুজ-মেরুন'। তেমনই এক মোহনবাগান সমর্থক বলেন, 'এরকম আইএসএল ট্রফি তো কত আসবে, যাবে। আজকের সবথেকে বড় ট্রফি তো হাজার-হাজার মেরিনার্সদের (মোহনবাগান সমর্থকরা) আবার মাঠে ফিরিয়ে দেওয়ার। কর্পোরেটের যুগে আবেগকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য ধন্যবাদ মিস্টার গোয়েঙ্কা। দেখা হচ্ছে, আবার সেই চেনা সবুজে-মেরুনে।'

একইসুরে আরও এক আদ্যোপান্ত মোহনবাগান সমর্থক বলেন, 'মা গো, তোমায় এতদিন খুঁজছিলাম। তোমাকে আবার আমরা ফিরে পেলাম। জয় মোহনবাগান মা।' অপর একজন বলেন, 'এটিকে মুছল। মোহনবাগান থাকল। সাপোর্টারদের জেদ, ভালবাসার আইএসএল জয়।' একইসুরে আর এক মেরিনার্স বলেন 'মোহনবাগান নামের সামনে থেকে এটিকে সরে গেল। দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল। শিরদাঁড়া সোজা রাখার ফল।' 'মা'-কে 'ফিরে' পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে মোহনবাগান সমর্থকদের অনেকেই সেই ২০১৫ সালের ৩১ মে'র সন্ধ্যাটার আবেগের মিল পাচ্ছেন। যেদিন বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় প্রায় দেড় দশকের খরা কাটিয়ে ভারতসেরা হয়েছিল মোহনবাগান।

কার দখলে সোনার বুট? কে জিতল সোনার বল?

নিজস্ব প্রতিনিধি: এটিকে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি এদিন এবারের আইএসএলের চ্যাম্পিয়ন থেকে উঠতি সেরা তারকা সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। এ বছর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে দেওয়া হল গ্রাসরুট অ্যাওয়ার্ডও।

দেখে নেওয়া যাক কে কোন পুরস্কার পেলেন-

- ফাইনাল ম্যাচে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। অসাধারণ পারফরমেন্সের পাশাপাশি এদিনের ম্যাচে পেনাল্টিতে ২টি গোল করার পরে টাইব্রেকারেও গোল করেন তিনি।
- কেএফসি স্ট্রিট বলার অফ দ্য লিগ পেয়েছেন নোহ সাদাউই। ২৯ বছরের এই তারকা এফসি গোয়ার হয়ে খেলেছেন। ২০ ম্যাচে মোট ৯টি গোল করেছেন তিনি।
- আইএসএল-এর গোল্ডেন গ্লাভস পুরস্কার। যেটি পেয়েছেন এটিকে মোহনবাগানের বিশাল কাইথ। সব থেকে বেশি ১১টা ক্লিনশট করার পাশাপাশি সব থেকে বেশি গোল বাঁচিয়েছেন বাগানের এই তারকা গোলরক্ষক। বিশাল কাইথের জন্য ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হতে সক্ষম হয়েছিল এটিকে মোহনবাগান। ক্লিনশিট দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশালের থেকে গুরপ্রীত অনেকটাই পিছনে ছিলেন।
- আইএসএল ২০২২-২৩ এর গোল্ডেন বুট জেতেন ওড়িশা এফসির দিয়েগো মাউরিসিয়ো। তিনি এবারে ১২টি গোল করে সকলের শীর্ষে ছিলেন।
- এই মরশুমের এমার্জিং প্লেয়ার অফ দ্য সিজিন হয়েছিলেন শিবা শক্তি নারায়ণান। তবে দুঃখের বিষয় হল যে এদিনে ম্যাচের প্রথমেই চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই নাক থেকে রক্ত বেরতে থাকে। পরে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। শিবা শক্তির পরিবর্তে ম্যাচ খেলতে মাঠে নেমেছিলেন সুনীল ছেত্রী।
- চলতি মরশুমে গ্লোডেন বল অর্থাৎ সোনার বল জেতেন মুম্বই সিটি এফসির লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে।
- আইএসএলের সেরা পিচের পুরস্কার জিতেছে কেরালা ব্লাস্টার্স।
- আইএসএলের এবারের সেরা গ্রাসরুটের পুরস্কার জেতে বেঙ্গালুরু এফসি ও এফসি গোয়া।
- এছাড়া টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ৬ কোটি টাকা জেতে এটিকে মোহনবাগান।
- রানার্স আপ বেঙ্গালুরু পেয়েছে ২.৫ কোটি টাকা।

সামনের মরশুম থেকেই অবনমন?

জোরালো সওয়াল কল্যাণ চৌবের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ফুটবলের সেরা লিগ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অর্থাৎ আইএসএল। সেই আইএসএলে অবনমন বা উত্তীর্ণ হওয়ার কোনো পদ্ধতি চালু নেই। যা নিয়ে কম বিতর্ক বা সমালোচনা হয়নি। এএফসির তরফেও এই বিষয়ে এআইএফএফের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দেশের সেরা লিগে অবনমন চালুর জল্পনা দীর্ঘদিনের। আর সেই জল্পনাকে আরও উস্কে দিলেন এআইএফএফের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সামনের মরশুম থেকেই আইএসএলে অবনমন চালুর পক্ষে সওয়াল করলেন তিনি।

গোয়াতে আইএসএলের ফাইনালের পরে কল্যাণ চৌবে বলেছেন, 'এই লিগের ৯ বছর বয়স হল। শুরু থেকেই বা অন্তত পঞ্চম বছর থেকে দরজা খোলা রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি নির্দিষ্ট কয়েকটি দল খালি আইএসএল খেলার সুযোগ পাচ্ছে। অবনমন না থাকলে কোনও প্রতিযোগিতার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই বিষয়টা সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবতে হবে।

কীভাবে আইএসএলকে ওপেন লিগে পরিণত করা যায়, সেটা ঠিক করতে হবে। অনেক সময় দলগুলি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এই ভাবে কোনো প্রতিযোগিতা এগোতে পারে না। ওপেন লিগ শুরু করার এটাই সেরা সময়। না হলে অনেকটাই দেরি হয়ে যাবে। যত দ্রুত আমরা আইএসএলে উত্তরণ এবং অবনমন শুরু করতে পারব তত আমাদের দেশের ফুটবলের পক্ষে সেটা ভালো।' এআইএফএফের সভাপতি কল্যাণ চৌবের কথাতে স্পষ্ট আগামী মরশুম থেকেই শুরু হবে অবনমন। শনিবার ফাইনালের দিনই আইএসএল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন ফেডারশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। নতুন দলগুলি যাতে নিয়মের বেড়াজালে ফেঁসে না গিয়ে সহজে আইএসএল খেলতে পারে, তার উপায় খুঁজে বার করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল আইএসএল। এতদিন পর্যন্ত লড়াই হয়েছে শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে।

অবনমন বাঁচানোর লড়াই লড়তে হয়নি দলগুলোকে। সব ঠিক থাকলে আগামী মরশুম থেকে সেই চিন্তাও করতে হবে। এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পায়। আইএসএলে দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১টি। পরের মরশুম থেকে লিগের পয়েন্ট তালিকায় শেষে থাকলে পরের মরশুম থেকে খেলতে হবে আই লিগে। পাশাপাশি আই লিগ চ্যাম্পিয়ন দলও সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে আইএসএলে। আইলিগ জয়ী রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাব এফসি পরের মরশুমে সরাসরি আইএসএল খেলার সুযোগ পাবে। তবে তাদের আর্থিক শর্ত পূরণ করতে হবে তারপরেই মিলবে খেলার ছাড়পত্র।

বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে এটিপি মাস্টার্স জিতে ইতিহাস বোপান্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় টেনিস তারকা রোহন বোপান্না। বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে এটিপি মাস্টার্স ১০০০ পয়েন্ট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গী ম্যাট এবডেনের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বোপান্না। যে বোপান্নার বয়স ৪৩। আর তাঁর সঙ্গী ম্যাটের বয়সও নেহাত কম নয়— ৩৫ বছর। শীর্ষ বাছাই নেদারল্যান্ডসের ওয়েসলি কুলহফ এবং ব্রিটেনের নিল স্কুপস্কিকে ৬-৩, ২-৬, ১০-৮ সেটে হারিয়ে দেন বোপান্নারা। নিবার ইন্ডিয়ান ওয়েলসে নিজের কেরিয়ারের দশম এটিপি মাস্টার্স ১০০০ পয়েন্ট টুর্নামেন্টে ফাইনালে খেলতে নামেন ভারতীয় তারকা। যিনি শেষবার ২০১৭ সালে মন্টে কার্লোয় কোনও এটিপি মাস্টার্স ১০০০ পয়েন্ট টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন। ছয় বছর পর ফের ফের এটিপি মাস্টার্স ১০০০ পয়েন্ট টুর্নামেন্টের ট্রফি উঠেছে বোপান্নার হাতে। সেই জয়ের পর বোপান্না বলেন, 'সত্যিকারের স্পেশাল এটা। বিশেষ কারণের জন্য এটাকে (ইন্ডিয়ান ওয়েলসকে) টেনিসের স্বর্গ বলা হয়ে

থাকে।' ভারতীয় টেনিস তারকা আরও বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমি এখানে আসছি এবং সবাইকে জিততে দেখছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এবার ম্যাট এবং আমি এবার জিততে পেরেছি (চলতি বছরের মোট তিনটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলেছে ম্যাট ও বোপান্নার জুটি)। কয়েকটি অত্যন্ত কঠিন এবং হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। আজ (শনিবার) আমরা অন্যতম সেরা জুটির বিরুদ্ধে খেলেছি। অত্যন্ত খুশি যে আমরা ট্রফি জিততে পেরেছি।' শনিবার ইন্ডিয়ান ওয়েলসে জিতে কানাডার ড্যানিয়েল নেস্টরকে টপকে গিয়েছেন বোপান্না। ২০১৫ সালে সিনসিনাটি মাস্টার্সে জিতেছিলেন নেস্টর। সেইসময় তাঁর বয়স ছিল ৪২। নেস্টরকে টপকে যাওয়া নিয়ে মজা করে বোপান্না বলেন, 'ড্যানি নেস্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওকে বলেছি যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, কারণ আমি তোমার রেকর্ড ভেঙে দিলাম। ট্রফি জেতা সবসময় এক বিশেষ অনুভূতির। এই ট্রফি জিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।' সবমিলিয়ে দীর্ঘ কেরিয়ারে মোট পাঁচটি এটিপি মাস্টার্স ১০০০ পয়েন্ট টুর্নামেন্ট জিতেছেন বোপান্না। সেইসঙ্গে তাঁর ক্যাবিনেটে ট্যুর-পর্যায়ের ট্রফির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:18, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111